গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
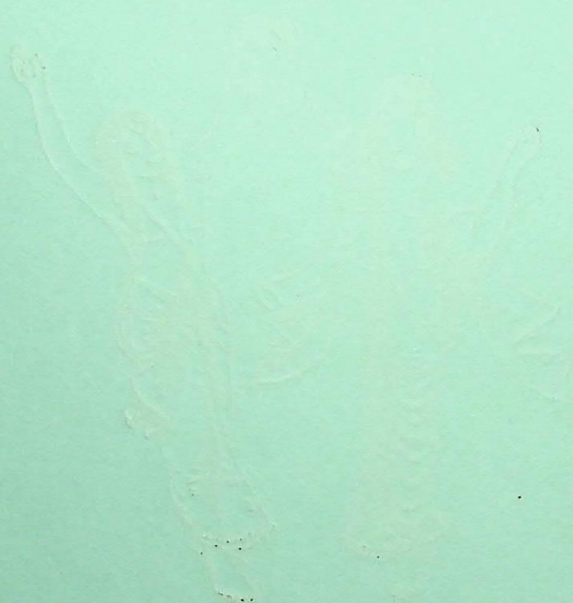
গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়

(একশত ছাট জন বৈষ্ণব লেখকের পরিচিত সমম্বিত)

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য ডোবা।

পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)

প্রকাশক ঃ

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ—১৪০৪ বঙ্গাব্দ
১লা আষাঢ়

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। **শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী**
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর
জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

২। **মহেশ লাইব্রেরী**
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন—৩১—১৪৭৯

৩। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৬৮, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০৬
ফোন—৩২—২১০৮

৪। **শ্রীপরিতোষ অধিকারী**
শ্রীশ্রীমদন গোপাল সেবাশ্রম, শ্রীপাট
শুকেশ্বর, সাং+পোঃ—অমরপুর
পিন—৭২১৪৩৯, জেলা—মেদিনীপুর

ভিক্ষা-দশ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস
শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির

Phone No. BHAT—90

RISHI BANKIMCHANDRA COLLEGE
Kantalpara Naihati
(West Bengal)
(Estd—1947)

Dr. S. R. Dasgupta
M. A. Ph D.
Rector.

Office of the Principal

Dated—4. 8. 1972

শুভেচ্ছা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। এই আত্মবিস্মৃতি একটি ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রধানতম উপসর্গ হইল,— যে রোগী, সে আপনাকে অথবা আপনজনকে অতি সহজেই ভুলিয়া যায়। তাই বাঙলা মায়ের স্নেহ পুষ্ট অমিয় মথিতকায়াবিশিষ্ট নিমাইকে আমরা এখনও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে নাই। এককথায় ভুলিয়া গিয়াছি। ভারতবর্ষ অবতারের দেশ। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি বহু অবতার এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই বাঙ্গালী নহেন। বলিতে গেলে, মহাপ্রভুই বাঙ্গালীর একমাত্র আপন দেবতা। তিনি মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। সন্ন্যাসী হইলেও মূলতঃ একজন বাঙালী। বাঙালী জাতি হিসাবে প্রাণ ধর্মী, প্রেমিক। তাই তাঁহার ঠাকুরও (শ্রীকৃষ্ণ) প্রেমের দেবতা। তিনি নিজেও দেহে, মনে ও আচরণে কট্টর বৈরাগ্য বিরোধী। তাঁহার দর্শনে জ্ঞান ও কর্ম — প্রেমের পরিপোষক, পরিপন্থী নহে, উপায় উদ্দেশ নহে। তাই জ্ঞান, কর্ম ও প্রধানতঃ প্রেমের ঘনীভূত মূরতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আরধ্য দেবতা। এ দেবতাটি ভালোবাসার কাঙাল। জাতি ধর্ম নির্বিচারে যে তাঁহাকে ব্যাকুল অন্তরে কামনা করে, সরলভাবে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে, তিনি তাহারই নিকট ধরা দেন। ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রাণ — এককথায় তিনি ভক্তাধীন। কলিহত অল্পায়ু জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু যে সহজ পন্থাটি আবিস্কার করিয়াছেন তাঁহার আর তুলনা হয় না। শুধু নাম, নামই ব্রহ্ম।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ; ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

তাঁহার নাম লইতে উচ্চ, নীচ, জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ভেদাভেদ নাই।

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভক্ত, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥"

(চৈ, চ,)

ভগবৎ আলোচনা ও আরাধনা একমাত্র উচ্চবর্ণের অধিকারভুক্ত নহে। বৃহৎ হিন্দুসমাজে, তাঁহাদের সংখ্যা ৫ শতাংশ বেশী হইবে না। বাকী ৯৫ শতাংশ ভগবান সম্বন্ধে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনা করিতেন বলিয়া মনে হয় না। মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের নাম করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন ও আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চস্থানে অধিকার করিয়া আছেন; ভবিষ্যতেও করিবেন। মহাপ্রভু না আসিলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া অন্য ধর্মের কলেবর বৃদ্ধির সহায়ক হইতেন। ইতিহাস এবংবিধ বহু ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই দিক দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দুজাতি ও ধর্মের রক্ষাকর্তা। "তিনি না আসিলে বাঙালীকে চিনিত কে? এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ--ইহাকে বলিত কীকট দেশ--পতিত স্থান। এখানে কোন সাধুসজ্জন আসিলে, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। কেবল তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে আসিতে পারিতেন। এমন পতিত দেশকে মহাপ্রভু তুলিয়া গিয়াছেন। যাহা' কিছু বাঙালীর সম্পত্তি—কীর্ত্তন বল, কথকতা বল, পুরাণ বল, যাত্রা বল-এসব মহাপ্রভুর গতিক হইয়াছে। মহাপ্রভুর সঙ্গে আবার কথা? মহাপ্রভু যদি হন পূর্ণচন্দ্র, তবে এক শতাব্দীর মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন,—তাঁহারা হন এক একটি খদ্যোত।" (জগদীশ কথামৃত, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৮)

এ-হেন মহাপ্রভুর স্মৃতি এ হতভাগ্য দেশে লুপ্ত বৃন্দাবনের উদ্ধারকারী নিজেই অবলুপ্তির পথে। তৎসত্বেও বর্তমান একটি শুভ সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আকাশে বাতাসে কাহার যেন গায়ের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। "প্রেম নির্ঝরিণী যত উর্ধ্বগামিনী, কোন্ সে দেশ সই, কই রে? সে দেশের সন্ধানে, পূর্ব ও পশ্চিম, আজ সমবেতভাবে লিপ্ত। গোরা প্রেমের বন্যা সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রান্তদেশে আঘাত হানিতেছে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে তাহারা কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত ঘরছাড়া, আত্মহারা। যে কোনো চক্ষুষ্মানের নিকট, কলিকাতার রাজপথে, এ দৃশ্য অহরহ দৃষ্টিগোচর হয়। আনন্দ, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মনোজগতের বস্তু—অদৃশ্য, স্পর্শাতীত। কীর্ত্তন, নর্ত্তন, শিহরণ প্রভৃতি তাহার বহিঃপ্রকাশমাত্র—বাহন বৈ আর কিছুই নয়। তাহাদের স্থায়িত্ব ভাবের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। চিরচঞ্চল ভাবলহরী শ্রুতি কিংবা স্মৃতির বন্ধন অস্বীকার করিয়া উধাও হইয়া যাইতে চায়। তাই, পুস্তকের প্রচলন। লিপির বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখার প্রচেষ্টা। তত্রাচ একদা অনস্বীকার্য যে ভাবরাজির সম্যক অনুধাবন সাধনসাপেক্ষ। পুস্তক অনুশীলনে সাহয্য করে মাত্র, তাই তত্ত্বান্বেষীর বিশেষতঃ বর্তমান আলোচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীর পক্ষে, বৈষ্ণব পুস্তকাদির আলোচনা একটি অবশ্যকরণীয় কর্ম। এই

আলোচনার সূত্রপাত মহাপ্রভু নিজেই করিয়াছিলেন। প্রয়াগের ঘাটে বসিয়া সর্ব্বপ্রথম তিনি শ্রীরূপকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব, ভাগবত সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীসনাতনকে প্রায় চারিমাসকালে নিজের কাছে রাখিয়া প্রেমসাধনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশ দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন পাঠাইয়াছিলেন আর আদেশ করিয়াছিলেন "তুমি আর রূপ ব্রজমণ্ডলে থেকে লুপ্ত তীর্থসকল উদ্ধার সাধন কর। বৃন্দাবনের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণর লীলাস্মৃতিকে জনচিত্তে উজ্জ্বলতর করে তোল। বৈষ্ণবধর্মের শাস্ত্রভিত্তি গড়ে উঠুক তোমাদের চেষ্টায়।" বলা বাহুল্য যে রূপ ও সনতন দুই ভাই মহাপ্রভুর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। এই সম্পার্কে রূপ সনাতনসহ 'ছয় গোঁসাঞির নাম' বৈষ্ণব সাহিত্যে অহরহ উল্লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥

কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" উল্লিখিত এই ছয়টি নামের সহিত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আরও তিনটি নাম সংযোজিত করিয়াছিলেন—

"স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট যুগ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ, আর কিসে পুরিবেক সাধ॥"

বলিতে গেলে, ইহারাই গৌড়ীয় ভাবসাহিত্য তথা দর্শনের আদিগুরু তাঁহাদের উত্তরসাধকের সংখ্যা ও অপ্রতুল নহে। সর্বগ্রাসী মহাকাল তাঁহাদের বহু পুস্তক অপহরণ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও সহানুভূতি ও সুশৃঙ্খলা অভাবে অবলুপ্তির পথে। আলোচ্য গ্রন্থখানি উক্ত অভাব মোচনের একটি ক্ষুদ্র অথচ সফল প্রয়াস। পুস্তকপ্রণেতা একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বয়সে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানে ও পুস্তক প্রকাশনায় তাঁহার উদ্যম বিজ্ঞজনোচিত ও অননুকরণীয়। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর ও তৎসহ তাহাদের গ্রন্থকারের একটি ধারাবাহিক সূচীপত্র প্রণয়ন এই পুস্তকে বৈশিষ্ট। তাঁহাদের (লেখকদের) ভাব-ধারায় একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবল আলোচনা নিঃসন্দেহে এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই বালক সন্ন্যাসীর প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার বাসনা পূর্ণ করুন—এই প্রার্থনা রহিল।

শ্রীসুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীরামঃ শরণম্

॥ ভূমিকা ॥

শ্রীমান কিশোরীদাস বাবাজী শ্রীশ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরী মহারাজের হালিসহরে যে জন্মভূমি বা শ্রীপাট আছে সেই আশ্রমে বাল্যকাল হইতে বাস করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় ভক্তি পোষণ করিতেছে।

শ্রীমান্ এই বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—অর্থাৎ বৈষ্ণব আচার্য্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য লেখকগণের জীবনী রচনা করিয়া আমাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে। এই পুস্তকের নাম "গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়", ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকগণের জীবনীসহ লিখিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ আছে। ইহা একটি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। অনেক অজ্ঞাতপরিচয় বৈষ্ণব লেখকগণের পরিচয় উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীমান কিশোরীদাস এই গ্রন্থে বহু অপ্রকাশিত বা নামমাত্রে শ্রুত পুস্তক ও তাহার লেখকের পরিচয় প্রদান করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে এক নবীন আলোকপাত করিয়াছে।

এই পুস্তকের মুদ্রণ একান্ত আবশ্যক। বৈষ্ণব ইতিহাসের একাংশ যাহা আজপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহার পরিচয় সন্নিবেশিত আছে। সহৃদয় বিদ্বদ্বৃন্দ এই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারে সহায় হইলে বৈষ্ণবপরিচয়ের একটি অভাব দূর হইবে।

আমি এই বৈষ্ণবযুবকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণাকার্য্যে নিপুণতা বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি শ্রীমান্ কিশোরী দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

(এম্, এ, ডি, লিট্)

ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

অদোষদরশী বৈষ্ণব ও ভক্তগণসমীপে সবিনয় নিবেদন—

কলিযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ জীবভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া জীবের চিরপুঞ্জীভূত ভক্তি-মুক্তি-মোক্ষ-বাঞ্ছাদি বিনাশ করতঃ সুনির্ম্মল ব্রজমাধুর্য্যরস প্রদানে জীবের ত্রিতাপ-দগ্ধ তাপিত-হৃদয় শীতল করিলেন। ব্রজ-অভিলষিত তিন বাঞ্ছা পূরণ-অভিলাষে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তিধারণে ধরাধামে প্রকট হইয়াছেন। তথাহি—(শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াং)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
তুদ্ভাবাঢ়ঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা, আস্বাদন করে, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার, শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করে সেই আমার মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে অমিত সুখ লাভ করেন; সেই সুখই বা কীদৃশ? এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভহেতু শ্রীরাধিকার ভাব-অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্রে হরিরূপ ইন্দু আবির্ভূত হইয়াছেন। এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উপলক্ষ্যে সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্তগণসহ চির-অনর্পিত ব্রজ-প্রেম-সম্পদ জগজীবে বিতরণের নিমিত্ত প্রভু ধরণীতে প্রকট হইলেন। তথাহি—(শ্রীবিদগ্ধ মাধবে ১ অঙ্কে ২য় শ্লোকঃ)

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

যাহা বহুদিন কাহাকেও অর্পন করেন নাই; সেই স্বীয় উন্নতোজ্জ্বলরস ভক্তিরূপ সম্পত্তি সর্ব্ব-সাধারণকে প্রদান করিবার নিমিত্ত শচীনন্দনরূপে প্রকট

হইলেন। সেই অনর্পিত সম্পদ ব্রজগোপী প্রেমের নির্য্যাস, তাহা সপার্ষদে প্রভু আস্বাদন করতঃ ভক্তদেহে শক্তি সঞ্চার করিয়া জগজীবে বিতরণ করিলেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সর্বজীবে আকর্ষণ করতঃ ভক্তদ্বারে শাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়া সেই রসমাধুর্য্য জগতকে শিক্ষা দিলেন। রূপ-সনাতনে বস্তুতত্ত্ব শিক্ষা ও আজ্ঞা প্রদান, কবি কর্ণপুরের মুখে নিজ-পদাঙ্গুষ্ঠ অর্পন ও নারায়ণীকে অধরামৃত তাম্বূল প্রদান প্রভৃতি লীলাক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চারণে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। প্রভুর কৃপাশক্তি প্রভাবে সেই ব্রজানুরাগাভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার পারিষদগণ কাব্য, নাটক, দর্শন ও সঙ্গীতের মাধ্যমে জগতকে জানাইলেন। তাঁহারা চৈতন্যচরিতাদি কাব্য, ললিতমাধবাদি নাটক, উজ্জ্বল নীলমণি আদি দর্শন ও চৈতন্যমঙ্গল, রসকল্পবল্লী প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক দর্শনাদি, বাংলা ভাষায় লীলাকাব্য ও সঙ্গীত রচনা করিয়া ব্রজ ও নদীয়ালীলা নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা মাধুর্য্য অভিন্ন স্বরূপে জগতে প্রচার করিয়া শুদ্ধ ভক্তি লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। সেই সকল মহান কার্য্য যাঁহাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল ; সেই মহামহিম গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিতাবলী জ্ঞাত হওয়া একান্ত কাম্য। তাঁহাদের মহিমাকীর্ত্তনই আলোচ্য গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যে সকল পারিষদগণ অখিল শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ স্থাপন ও আস্বাদন উপলক্ষ্যে কাব্য, নাটক, স্তব-স্তোত্র, সঙ্গীতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব রত্ন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ; সে সকল মহামহিম নিত্যসিদ্ধ গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পরিচয় পঞ্জী রচনা করিলাম। উক্ত মহাজনগণের বিরচিত গ্রন্থাবলী হইতে পরিচয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। গ্রন্থান্তরে তাঁহাদের সুনির্ম্মল চরিত্র বিষদভাবে প্রকাশ হইবে। আলোচ্য গ্রন্থে কেবল সংক্ষেপে বস্তু নির্দ্দেশ করা হইল। আলোচ্য গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকগণের নাম, জন্মভূমি, পিতামাতা, গুরু প্রভৃতি যতদূর সম্ভব শাস্ত্র প্রমাণে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত বিচার করিয়া উল্লেখ করা হইল। তৎসঙ্গে উক্ত লেখকগণের বিরচিত গ্রন্থাবলীর নাম ও সমাপ্তি-কাল উল্লেখ করা হইল। অসংখ্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ ; তাঁহাদের মধ্যে লেখকের সংখ্যা কম নহে। ফলে যাঁহাদের সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞাত হওয়া সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে কেবল তাঁহাদেরই পরিচয় পঞ্জী প্রদত্ত হইল। পদকল্পতরু, রসকল্পবল্লী প্রভৃতি সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থে বহুত পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের সুযোগ্য পরিচিতি না

পাওয়ায় বর্ত্তমান গ্রন্থে সকলের পরিচয় উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। এক নামে বহু নাম পাওয়ায় প্রকৃত রচয়িতা কে; তাহার সুযোগ্য প্রমাণ না পাওয়ার জন্য নিরূপণ করা সম্ভব হইল না। তবে বিভিন্ন সমালোচকগণের মন্তব্য লক্ষ্য করিয়া কিছু কিছু পদকর্ত্তার পরিচয় উল্লেখ করিলাম। উক্ত বিষয়াদি নিরূপণে প্রভূত ত্রুটি বিচ্যুত থাকা অসম্ভব নয়। অতএব অদোষদরশী গৌরলীলা তত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ আমার জ্ঞানাজ্ঞনকৃত সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করিবেন। কোন লেখকের নাম, পিতামাতা, গুরু, গ্রন্থের নাম, সমাপ্তিকালাদি বিচারে ভুল দৃষ্ট হইলে কোন সহৃদয় ব্যাক্তি সুযোগ্য প্রমাণ প্রদানে জানাইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব এবং বিচারসম্মত উপলব্ধি করিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ করিব। বিশুদ্ধভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখকগণের তথা গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের মহিমা উপলব্ধি করাই আমার মূল লক্ষ্য।

আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, বর্ত্তমানে জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাটের সেবাধ্যক্ষ শ্রীশ্রী১০৮, শ্রীগুরুপদদাস বাবাজী মহারাজ "গৌরাঙ্গ মহিমা প্রচার" কল্পে ইতিপূর্ব্বে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য ও জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়নে ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সেই মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহার কৃপাদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারই কৃপাশক্তিবলে তৎ অভিলষিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এতদ্বিষয়ে পুতুলের নর্ত্তন সদৃশ আমার কর্ম্ম-পন্থামাত্র। তাঁহার কৃপাশক্তির সত্ত্বাবলে বর্ত্তমানে "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। সহৃদয় গৌরাঙ্গানুরাগী বৈষ্ণব ও ভক্তগণ এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পিপাসু পাঠকবৃন্দের সর্ব্বানুরূপ সহানুভূতি পাইলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলাতত্ত্ব বিষয়ক লুপ্তপ্রায় ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রকাশের আশা রহিল। বর্ত্তমানে আলোচ্য গ্রন্থখানি গৌরতত্ত্বানুরাগী সুধীগণের আস্বাদনযোগ্য হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। উক্ত গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক, কায়িক, বাচিকাদি বিভিন্নভাবে সাহার্য্য ও সহানুভূতি প্রদান করতঃ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তাপূর্ণ সহযোগীতার জন্য আমি তাঁহাদের সমীপে কৃতজ্ঞ। তাই পরম দয়াল প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরের অভয়চরণাম্বুজে তাঁহাদের সর্ব্বানুরূপ মঙ্গল কামনা করিলাম।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি-মন্দির,
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীপাদ ঈশ্বরীপুরীর
শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্য-ডোবা
হালিসহর, ২৪ পরগণা।

নিবেদক—
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী
দীন
কিশোরী দাস

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় গ্রন্থখানি দীর্ঘদীন অপ্রকাশিত থাকার পর ক্তবৃন্দের আগ্রহে পুনঃ প্রকাশের সূচনা ঘটিল। পূর্ব্ব প্রকাশনার সমস্ত বিষয় খিয়াই পুনঃ প্রকাশ ঘটিল।

আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপে বৈষ্ণব লেখকগণের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ই সকল লেখকগণের জীবন চরিত জ্ঞাত হইতে হইলে মৎপ্রনীত শ্রীগৌর ভক্তামৃত হরী গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

মৎপ্রনীত পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ নামক গ্রন্থে প্রায় দুই শতাধিক দকর্ত্তার জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্নিত হইয়াছে। এখন দুই শতাধিক পদকর্ত্তীর বনীসহ তাহাদের বিরচিত পদাবলী সমগ্র পদাবলী সাহিত্য গবেষনা করে নামে মে জীবনী সহ প্রকাশনা আরম্ভ হইয়াছে" বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ মক গ্রন্থের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার ব্যায় বহুলতার কারনে সুষ্ঠ ভাবে কাশনা সম্ভব হচ্ছে না। ততুপরি গ্রাহকের স্বল্পতা। গৌর গত প্রাণ সুধী ভক্তা- গুলী গ্রাহক হইয়া এই অপ্রকাশিত তথ্যাদি পুনঃ প্রকাশের সহযোগিতা করুণ।

উপরোল্লোখিত গ্রন্থত্রয় পাঠ করিলে পদাবলী লেখক গণের জীবনীসহ বিশেষ বদানের কাহিনী জানিতে পারিবেন। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে লেখকগণের বিষেশ পরিচিতি কায় আলোচ্য সংস্করণে গ্রন্থখানি পূর্ব্বানুরূপ রাখিয়া পূনঃ মুদ্রণ ঘটিল। সুধীভক্ত গুলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পুরধাগণের পরিচিতি জ্ঞাত হইয়া তৃপ্ত হউন।

১৩০৪ সাল — ইতি

পা আষাড় — গ্রন্থকার

॥ সূচীপত্র ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়

—ঃঃ গ্রন্থারম্ভঃ ঃঃ—

আ

শ্রীআত্মারাম দাস—

শ্রীআত্মারাম দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কর্ণপুর কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশসূচকের ৮৬শ্লোকে আত্মারাম দাসকে আচার্য্যের শিষ্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পদ-কল্পতরুগ্রন্থে আত্মারাম দাস-কৃত পদ দেখা যায়। তাহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমামূলক। তিনি যদি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হন; তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদরচনা অসম্ভব নয়। ইহা বিচার্য্য বিষয়।

ঈ

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভক্তিকল্পবৃক্ষের আদি সূত্রধার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ও কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। প্রাচীন কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরম ঐকান্তিকতাপূর্ণ শ্রীগুরুসেবার মাধ্যমে সুনির্ম্মল প্রেমধনে ধনী হইয়াছিলেন। আর সেই প্রেমসম্পদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গ্রহণ করতঃ আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। ১৪০৭শকে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে হাড়াই পণ্ডিতের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। বিশ্বরূপের বলরাম-শক্তি ঈশ্বরপুরীতে আরোপিত হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দে দীক্ষা প্রদানে সেই শক্তি আরোপ করেন। পরে মাধবেন্দ্রসহ মিলিত হইয়া চন্দনোদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন। মাধবেন্দ্রপুরীর অন্তর্দ্ধানকালে ঐকান্তিক

গুহ্য সেবার মাধ্যমে প্রেমধন লাভ করিয়া বিরহ-বিক্ষেপে নবদ্বীপে আসিলে প্রথম অদ্বৈত প্রভু, পাছে শ্রীগৌরাঙ্গের সহ মিলন হয়। সে সময় নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ আচার্য্যের ভবনে বসিয়া "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রভু তাঁহার অনুরাগপূর্ণ বর্ণনের প্রভূত প্রশংসা করেন এবং উক্ত গ্রন্থ বিচার উপলক্ষ্যে আপনার বিদ্যাগর্ব্ব সঙ্কোচন করেন। পরে পিতৃ-পিণ্ডদানোদ্দেশ্যে গয়াধামে গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ তথা হইতে ব্রজে গমন পূর্বক নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌরাঙ্গ-সমীপে প্রেরণ করিয়া ১৪৩৩ শকাব্দে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানকালে গোবিন্দ ও কাশীশ্বর নামক দুইজন সেবক সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার আদেশে গৌরাঙ্গদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত" গ্রন্থ রচনা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভার পরিচায়ক।

শ্রীঈশান নাগর

ঈশান নাগর শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ও ভৃত্য। ১৪১৪ শকাব্দে লাউড়ধামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হন। পঞ্চম বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা সমাজের চাপে স্বল্প বিষয় বিক্রয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। তখন অসহায় মাতা শিশুপুত্রসহ অদ্বৈতাচার্য্যের সমীপে আশ্রয়-প্রার্থী হইলেন। সে দিন অচ্যুতানন্দ প্রভুর বিদ্যারম্ভের দিন। সীতানাথ অসহায় মাতা-পুত্রকে সস্নেহে আশ্রয় দিলেন। এইভাবে ঈশান নাগরের শান্তিপুরে বাস ঘটিল। তথায় অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। আর সীতানাথের সেবায় ব্রতী রহিয়া তাঁহার প্রভূত অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেন। অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্দ্ধানে তাঁহার আজ্ঞা পালনে লাউড়ধামে গমন করেন ও তথায় অদ্বৈতের লীলা-কাহিনী গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন। সীতাদ্বৈত-আদেশে প্রায় সপ্ততি-অধিক বয়সে দ্বার পরিগ্রহ করিয়া লাউড়ধামে অবস্থান করতঃ অদ্বৈতের শুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৪৯০ শকে লাউড়ধামে "শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা করেন বাংলাভাষায় "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা বৈষ্ণব-ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত অদ্বৈতাচার্য্যের অলৌকিক লীলা-কাহিনী এত সুন্দর আর কোনও গ্রন্থে জানিতে পারা যায় না। তৎসঙ্গে গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণের আবির্ভাব সময়াদি ও বৈষ্ণব-ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিতে পারা যায়।

উ

শ্রীউদ্ধব দাস

শ্রীউদ্ধব দাস শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। সপ্তগ্রামে তাঁহার নিবাস। রসকদম্ব-লেখক কবিবল্লভ তাঁহার শিষ্য। পদ-কল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব-সঙ্গীতে উদ্ধব দাসের অবদান কম নহে। তাঁহার বিরচিত বহু পদ ও গোস্বামীপাদগণের সূচকাদি দৃষ্ট হয়।

শ্রীউত্তম দাস

শ্রীউত্তম দাস বিষ্ণুপুর-রাজ শ্রীগোপাল সিংহের সভাকবি ছিলেন। বিষ্ণুপুরেই তাঁহার নিবাস। ১৬৬১ শকে বৃন্দাবনবাসী গৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী কৃত "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরত্ন প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বৈষ্ণবজগতের অশেষ কল্যান করেন।

ক

শ্রীকবি কর্ণপুর

কবি কর্ণপুরের নাম শ্রীপরমানন্দ দাস। অত্যদ্ভুত কবিত্বগুণে কবি কর্ণপুর বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হন। গৌরাঙ্গ-পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঁচড়াপাড়ায় আবির্ভাব। একদা শিবানন্দ পুরীধামে গমন করিলে প্রভু বলিলেন, এবার তোমার যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম "পুরীদাস" রাখিবে। সেই বৎসরই তাঁহার জন্ম হয়। শিবানন্দ তাহার নাম পরমানন্দ রাখিলেন। পরে শিবানন্দ পুত্রসহ ক্ষেত্রে গমন করিলে প্রভু "পুরীদাস" বলিয়া তাহাকে পরিহাস করলেন এবং নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ তাহার মুখে দিলেন। তারপর ভোজনান্তে অধরামৃত প্রদানে শক্তি সঞ্চার করিলেন। পাছে পুত্রসহ শিবানন্দ ক্ষেত্রে গমন করিলে একদা প্রভু পুরী দাসকে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শিশু কিছুতেই নাম উচ্চারণ করে না। সকলে স্তম্ভিত হইল। প্রভু বলিলেন, আমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাম বলাইলাম, কেবল এই শিশুকে পারিলাম না! তবে স্বরূপ গোঁসাই বলিলেন, আপনার শ্রীমুখ-নির্গত সুধাময়-নাম পাইয়া এই বালক মুখে উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে জপিতেছে। তারপর একদিন তাহাকে পড়িতে বলিলে, গৌরাঙ্গ শক্তিতে

শক্তিমান সপ্তমবর্ষীয় শিশু অধ্যয়ণ না হইলে অনায়াসে এক শ্লোক রচিয়া পাঠ করিল। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনুভব করিলেন যে এই শিশু একদিন প্রভূত গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে। কতকালে সেই শিশু শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা অলঙ্কারকৌস্তুভ, বৃহদ্গানোদ্দেশদীপিকা, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, আর্য্যশতক শ্রীভাগবতদশমের টীকা, শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম, কেশবাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থরচনা করেন। ১৪৯৮ শকে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও ১৪৯৪ শকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন।

শ্রীকবি বল্লভ

শ্রীকবি বল্লভ বাংলাভাষায় শ্রীরসকদম্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য উদ্ধব দাসের শিষ্য। পিতা রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী দেবী। মহাস্থানের সমীপে করতোয়া নদীতীরে আরোড়া গ্রামে আবির্ভূত হন। ১৫২০ শকে ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দিবসে রসকদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ সহস্রপদী, ছয় অযুত, দুই শত অক্ষর সম্বলিত।

শ্রীকেশব

শ্রীকেশব বাঘ্নাপাড়াবাসী রামাই পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনের পুত্র ও রামাই পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীকেশব "কেশব-সঙ্গীত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-পারিষদ। নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে তিনি ব্রজধামে গমন করেন। ঝামটপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর আনুগত্যে রহিয়া ভজন করিতে লাগিলেন কতদিনে রাধাকুণ্ডেই অন্তর্দ্ধান হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা তাঁহার মহিমার অত্যুজ্জ্বলতম নিদর্শন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনায় নিত্যানন্দ-আবেশে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে গ্রন্থ সমাপন করেন, সেজন্য মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণন হয় নাই। কতদিনে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের উপরোধে স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল দেবের আজ্ঞামালা গ্রহণে প্রভুর গূঢ় শেষ লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, রঘুনাথদাস গোস্বামীর মুখামৃত

ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র গ্রহণে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত দুইখানি পাশাপাশি গ্রন্থ, একগ্রন্থে যাহা বর্ণন রহিয়াছে, তাহা অন্য গ্রন্থে সূত্ররূপে লিখিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্যগণোদ্দেশ ও সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের গ্রন্থের টীকাও রচনা করেন। ১৫০৩ শকে (মতান্তরে ১৫৩৭ শকে) বৃন্দাবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি রবিবারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।

কবিরঞ্জন—কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কবিত্বগুণে সকলে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রভুর মহিমা পদ রচনা করেন ও অত্যদ্ভুত কবিত্বগুণে "ছোট বিদ্যাপতি" আখ্যা লাভ করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ দৃষ্ট হয়। শাখা নির্ণয়ে রামগোপাল দাস তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

গীতেষু বিদ্যাপতি বদ্ বিলাসঃ শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎসিত পঞ্চবাণঃ শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলানিধানঃ॥

কামদেব আচার্য্য—কামদেব আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য। তিনি পুরীধামে গমন করিয়া অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য হন। গৌর-প্রেমপ্রচারে কামদেব অদ্বৈত প্রভুর বামভূজস্বরূপ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈত প্রভুর অষ্টক রচনা করিয়া শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপার ভাজন হন। উক্ত অষ্টক অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণে অমূল্য সম্পদ।

শ্রীকৃষ্ণচরণ—শ্রীকৃষ্ণচরণ শ্রীশ্যামানন্দ শাখাভুক্ত শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। শ্যামানন্দ প্রভু শিষ্য রসিকানন্দ, তাঁর শিষ্য নয়নানন্দ, নয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধা মোহন। রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ। শ্রীকৃষ্ণচরণ স্বপ্নে শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হন। তাহাই "শ্যামানন্দ প্রকাশ" নামে প্রসিদ্ধ। বাংলা ভাষায় "শ্যামানন্দ প্রকাশ" গ্রন্থ বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি অমূল্য গ্রন্থ। শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা তৎসঙ্গে উৎকলে প্রভু

শ্যামানন্দের প্রেম-প্রচার কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী —শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। লাউড়ের অধিপতি দিব্য সিংহ রাজাই পরবর্ত্তী কালে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতা কুবের আচার্য্য দিব্য সিংহের সভায় দ্বার পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন ও রাজাসহ প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। রাজা অদ্বৈত প্রভুর জন্মাবধি বাল্যলীলা প্রত্যক্ষ করেন। অদ্বৈত প্রভুর অপ্রাকৃত লীলাই তাঁহাকে দিব্যভাব প্রদান করে। অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আসিলে কিছুদিন পরে রাজা পুত্রে রাজ্য প্রদান করিয়া বৈষ্ণববেশে অদ্বৈত সমীপে উপনীত হন। দশ বৎসর অদ্বৈত সমীপে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন। ভক্তির ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া শাক্ত মন্ত্র ত্যাগ করতঃ অদ্বৈত সমীপে বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করেন। অদ্বৈত প্রভু তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখেন। প্রভুর আদেশ লইয়া নির্জ্জনে ভজন অভিলাষে গঙ্গা সমীপে যান। বহু পুষ্পোদ্যানে সাজাইয়া তাহার মধ্যে ঝুপাড় বাঁধিয়া ভজন করেন। সেই স্থান তদবধি "ফুল্লবাটী গ্রাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। সে সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় "বাল্য লীলা সূত্র" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। রূপসনাতন ও কাশীশ্বর গোস্বামীসহ তাঁর সখ্যতা ছিল। কৃষ্ণদাসই সর্ব্বপ্রথম ব্রজবাস করেন। সেখানে তাঁহার নাম হয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। বৃন্দাবনে সিদ্ধবটে তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার রচিত "বাল্য লীলাসূত্র" গ্রন্থ বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে "শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থ লিখিত হয়। অদ্বৈত প্রভুর বাল্য লীলা সম্বন্ধে বইটির যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। ১৪০৯ শকাব্দে বৈশাখ মাসে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

কর্ণপুর কবিরাজ—কর্ণপুর কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বাহাদুর-পুরে তাঁহার নিবাস। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য অষ্ট কবিরাজের মধ্যে তিনি একজন। শ্রীনিবাস আচার্য্য গুণলেশসূচক, শ্রীনিবাস আচার্য্যশাখা প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত মাধুর্য্য কাদম্বিনী, রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা, রসামৃতবিন্দু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

তথাহি—শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—

"শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রসামৃতের বিন্দু কৈল। তাতে রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে কহিল॥
সেই রাগানুগা ভক্তি বিস্তার কারণ। রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা গ্রন্থ করিলেন পুনঃ॥
তাঁহার কৃপাতে সেই গ্রন্থ ভাষা করি। রাগানুগা ভক্তিপথ কহিয়ে বিস্তারি॥"

কলানিধি চট্টরাজ—শ্রীকলানিধি চট্টরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ও জামাতা। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীকাঞ্চনলতিকা ঠাকুরাণীকে কলানিধি চট্টরাজে সমর্পণ করেন। শ্রীকলানিধি চট্টরাজ "আদেশামৃত স্তোত্রম্" নামে একটি স্তোত্র রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক ছন্দে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলাকাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। সংক্ষেপে শ্রীনিবাস আচার্য্যলীলা উপলব্ধির পক্ষে উক্ত স্তোত্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে।

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা উৎকলে করণ-কুলে আবির্ভূত হন। পিতা সনাতন কাননগো; মাতা মঙ্গরাজ কন্যা জরী। বটকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শৈশবে পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজধামে গমন করতঃ নরোত্তম পরিবারভুক্ত হন এবং ব্রহ্মকুণ্ডে বাস করেন। তথা পদকল্পতরু সঙ্কলনকারী বৈষ্ণবদাসের সমীপে ভজন শিক্ষা করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে জয়পুরে গমন করতঃ শ্রীগোবিন্দের সেবায় ব্রতী হন। কতদিনে পুনঃ ব্রজে আগমন করিয়া ভজনে নিরত হন এবং ভজনপ্রভাবে শ্রীমতী রাধিকা, ললিতা দেবী ও সনাতন গোস্বামীর দর্শন পান। শেষে গোবর্দ্ধনেই তিনি অবস্থান করিতেন। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতাদি স্মরণীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দের অষ্ট-কালীন লীলা স্মরণপদ্ধতি রচণা করতঃ তিনি ব্রজবাসী রাগানুগা-ভক্তিপথগামী সাধকগণের ভজন-পথ প্রশস্ত করিলেন। তাহাই অদ্যাপি ব্রজমণ্ডলে "ভজন-পদ্ধতি গুটিকা" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাবনাসার সংগ্রহ, প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিনী, সাধনামৃত-চন্দ্রিকা ও পদ্ধতি প্রভৃতি রচনা করিয়া গৌড়ীয় ভজনের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি শ্রীগৌরগোবিন্দের ভজনের পথ প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনে শ্রীতুলসী-আরতিতে কৃষ্ণদাস নামে যে পদ

রহিয়াছে, তাহা সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবারই রচিত।

গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভুর পারিষদ ষড় গোস্বামী মধ্যে একজন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তাঁহার ভবনে চতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। সেকালে গোপালভট্ট প্রভুর বিবিধ বিধানে সেবা করেন এবং নিজ মন-আর্ত্তি প্রভুর সমীপে জ্ঞাপন করেন। প্রভু বলিলেন, পিতামাতা ও খুল্লতাতাদি অন্তর্দ্ধানে ব্রজে গমন করিবে তথা রূপসনাতনাদি মিলনে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। গোপালভট্ট খুল্লতাত প্রবোধানন্দ সমীপে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেন। কতদিনে সস্ত্রীক ত্রিমল্লভট্ট, বেঙ্কটভট্ট ও প্রবোধানন্দভট্টের অন্তর্দ্ধানে গোপালভট্ট ব্রজে আগমন করেন। প্রভু তাঁহার আগমন বার্ত্তা অন্তরে জানিয়া ডোর-কৌপীন ও আসন প্রেরণ করতঃ কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন। গোপাল ভট্ট প্রভু-দত্ত সম্পদ গ্রহণে ও রূপসনাতনাদি-মিলনে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। শ্রীরাধারমণ সেবাস্থাপনে সেবানন্দে বিভোর রহিলেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, সৎক্রিয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়ন উদ্দেশ্যে শাস্ত্র হইতে ভক্তিতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া গোপালভট্ট-করে অর্পন করিলে ভট্ট গোস্বামী তাহাতে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া যোজনা করেন। তাহাই শ্রীহরি ভক্তিবিলাস নামে প্রসিদ্ধ। সনাতন গোস্বামীপাদ উক্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের নিত্য বিধানমূলক "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" গ্রন্থ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রণয়ন করেন। গৌরপ্রেম প্রচারক শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কৃপাপাত্র। পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপালভট্ট নামে পদ পরিদৃষ্ট হয়।

গুনরাজ খান শ্রীগুনরাজ খান বাংলা সাহিত্যের লেখক। কুলীন গ্রামে তাঁহার নিবাস। পিতা ভগীরথ বসু, মাতা ইন্দুমতী। তাঁহার আদি-পুরুষ দশরথ বসু। দশরথ বসু আদিসূর যজ্ঞে-কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ সৎ কায়স্থ মধ্যে একজন। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলীন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। গুণরাজ খানের নাম মালাধর বসু। গৌড়রাজ কর্ত্তৃক গুণরাজ খান উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থ লিখিয়া

অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ইহার বংশধর সকলেই গৌরাঙ্গভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়গ্রন্থ লেখনকাল সম্পর্কে তদীয় গ্রন্থে বর্ণন যথা-তথাহি—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে :—

"তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥"

গোবিন্দ কর্ম্মকার—শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার বাংলা-সাহিত্যের লেখক। গোবিন্দের কড়চা নামে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব-ইতিহাসে উক্ত গ্রন্থ পরম আদরের ধন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণকাহিনী সুচারুরূপে তাহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। ১৪৩০ শকে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। বাস বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে। পিতা শ্যামদাস, পত্নীর নাম শশীমুখী। জাতিতে কর্ম্মকার। নির্গুণ-মূর্খ বলিয়া—পত্নীর এরূপ কটূক্তিতে, দুঃখে ও অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ করেন। প্রভুর সহিত মিলন হইলে প্রভু যত্নে সেবকরূপে নিজ ঘরে রাখিলেন। গৃহ-ভৃত্যরূপে গোবিন্দ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন সন্ন্যাসে যান সেকালে গোবিন্দ সঙ্গে চলিলেন। সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাদ্রিবাস করিলে গোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ প্রভুর অঙ্গ সঙ্গী। নীলাচলে গমনকালে পথে তাঁহার পত্নী ও দেশীয় লোকজন বহুত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। সর্ব্বক্ষণ গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গী। দক্ষিণ-যাত্রাকালে প্রভু সমাদরে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে কৃষ্ণদাসকে দক্ষিণযাত্রার সঙ্গী লিখিয়াছেন। কিন্তু অসম্ভব নয়; গোবিন্দ নিজ কড়চায় কৃষ্ণদাসের নামোল্লেখ না করিলেও তিনজন যে মোট গিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক গোবিন্দ সঙ্গে রহিয়া প্রভুর অলৌকিক লীলা দর্শন ও সেবানন্দে মগ্ন রহিলেন। দক্ষিণ-ভ্রমণকালে প্রভুর যে স্থান হইতে যে স্থানে গেলেন, যথায় যা লীলা করিলেন; তাহা অতি গোপনে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহাই—"গোবিন্দের কড়চা" নামে প্রসিদ্ধ। অধিক লেখা-পড়া না জানায় গ্রন্থে কাব্য-কবিত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া বৈষ্ণব জগতের একটি অমূল্য সম্পদ।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বৈষ্ণব সঙ্গীত জগতের লেখকগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি শ্রীখণ্ডনিবাসী গৌরাঙ্গপার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত অষ্ট কবিরাজের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ একজন। শ্রীপাট বুধরিতে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি মাতামহ গৃহে [illegible]মিষ্ট হন।

মাতামহ শাক্ত ভাবাপন্ন বলিয়া তিনি প্রথমজীবনে দেবী উপাসক ছিলেন। পাছে শ্রীনিবাসাচার্য্য করুণায় বৈষ্ণব হন। তদ্‌বধি বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে অত্যদ্ভুত কবিত্ব প্রকাশ করেন। নরোত্তমের নবতাল ও গোবিন্দের নবরাগের কীর্ত্তন বৈষ্ণব সমাজে নবভাবের উদ্দিপন করিল। শেখরভূমির রাজা হরিনারায়ণের আদেশে "শ্রীরামচরিত" গীত রচনা করিয়া রাজায় অর্পণ করেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস নামে তিনি সর্ব্বজনের চির আদরের ধন। ঠাকুর নরোত্তম ভ্রাতা রাজা সন্তোষ রায়ের আদেশে তিনি "সঙ্গীত মাধব" নাটক রচনা করেন।

গোবিন্দ ঘোষ—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন গায়কগণের অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ। গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ ইঁহারা তিনভাই। সকলেই সুগায়ক ও পদকর্ত্তা। শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের শ্রীগোপীনাথ সেবা। যাহার প্রেমবশ শ্রীগোপীনাথ দেব তাঁহার পুত্রভাবে অদ্যাপি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ আচার্য্য—শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। মল্ল দেশে তাঁহার নিবাস। শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী বর্ণন তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥

গোপীজন বল্লভ—শ্রীগোপীজন বল্লভ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। উৎকলে ধারেন্দাগ্রামে গোপকুলে আবির্ভাব। পিতার নাম রসময়। রসময়, বংশী ও মথুর তিনভাই। সকলেই শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। গোপীজনবল্লভ, হরিচরণ মাধব, রসিকানন্দ, কিশোর দাস এই পঞ্চজন রসময়ের পুত্র। গোপীজনবল্লভ রসিকানন্দ প্রভুর খুল্লতাত তুলসীঠাকুরের অনুরোধে "রসিকমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রসিকানন্দ প্রভুর জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত লীলাকাহিনী সুললিত ছন্দে রচনা করেন। রসিকানন্দের অচিন্ত্য মহিমারাশি তৎসঙ্গে শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা ও উৎকলে গৌরাঙ্গের প্রেম ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে কিভাবে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ আপামর হিন্দু মুসলমান ও বহুত দস্যুকে উদ্ধার করিয়া নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে বাংলা ভাষায় গোপীজন বল্লভ-কৃত "শ্রীরসিকমঙ্গল" গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ।

গোপাল গুরু—শ্রীগোপাল গুরু শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। পণ্ডিত গদাধরের প্রশিষ্য। ইঁহার নাম মকরধ্বজ। মহাপ্রভু গোপাল গুরু নাম রাখেন। ইঁহার পিতার নাম মুরারী পণ্ডিত। মকরধ্বজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পদাশ্রয়ে ক্ষেত্রে বাস করেন। প্রভুকর্তৃক "গোপাল গুরু" নাম প্রদান ও অভিরাম কর্তৃক গোপালকে পরীক্ষা ইহাই গোপাল গুরুর মহিমার পূর্ণ নিদর্শন। মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের তত্ত্ব বর্ণন ও শ্রীশ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা প্রভৃতি গোপাল গুরুর লিখনাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আদরের ধন।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে নিবাস। তিনি গীত বাদ্য বিশারদ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ ও কিশোরীদাস। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আবাল্য ভজনে প্রেমমূর্ত্তি হইয়া "ভাবক চক্রবর্ত্তী" নামে খ্যাত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সপার্ষদে তাঁহার ভবনে পদার্পণ করিয়া স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ শ্রীরাধাবিনোদ নাম রাখেন। সেইকালে মহামহোৎসবে শ্রীবীরভদ্র প্রভু আদি মহান্তগণ উপনীত হইয়াছিলেন। রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে পদ দৃষ্ট হয়।

গোবিন্দ গতি—শ্রীগোবিন্দ গতি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য। জাজিগ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ সুত শ্রীবীরভদ্র প্রভুর বরে তাঁহার জন্ম হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বীরভদ্র প্রভুর আদেশে পিতার সমীপে দীক্ষিত হন। জাহ্নবা তত্ত্ব মর্ম্মার্থ প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কর্ণানন্দাদি গ্রন্থে তাঁহার লিখিত শ্লোকাদি দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে গতিগোবিন্দ নামে নিত্যানন্দ মহিমা মূলক পদ দৃষ্ট হয়। যথা—তথাহি—২২৭০ পদং।

"মনের আনন্দে শ্রীনিবাস সুত গতিগোবিন্দ চিতভোর রে॥"

গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণবসঙ্গীতের লেখক। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। তাঁর শিষ্য হরিনাম আচার্য্য। হরিরাম আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য শ্রীগোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। গোপীকান্ত দাস নামে পদকল্পতরু গ্রন্থে বহু পদ দেখা যায়।

গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ছয় চক্রবর্ত্তীর অন্যতম। কাঁঠাল গাড়িয়াবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও

শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী ভ্রাতা। তাঁহার পুত্রের নাম কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। পদকল্পতরু গ্রন্থে গোকুলানন্দ নামে পদ দৃষ্ট হয়।

গোকুল কবিরাজ—শ্রীগোকুল কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য অষ্ট কবিরাজের একজন। তাঁহার কড়ুইগ্রামে বাড়ী ছিল পরে পঞ্চকূট সেরগড়ে আসিয়া বাস করেন। গোকুল দাস নামে পদকল্পতরু গ্রন্থে পদ পাওয়া যায়।

চৈতন্য দাস—শ্রীচৈতন্য দাস শ্রীগৌরাঙ্গ- পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চৈতন্য দাস, রাম দাস, কবি কর্ণপুর তিন ভাই। প্রভুর ভোজন-উপযোগী ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে প্রভু নিমন্ত্রণ করায় প্রভু তাঁহার প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় "শ্রীচৈতন্যকারিকা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

চূড়ামণি দাস—শ্রীচূড়ামণি দাস পাঁচালী প্রবন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গৌরাঙ্গলীলাগীত রচনা করেন। গ্রন্থে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতকে স্বীয় গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে ও ঠাকুর রামাই এর অশেষ করুণায় "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়" গ্রন্থ রচনা করেন। আদি খণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড এই তিন খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পদকল্পতরু গ্রন্থে চূড়ামণি দাস কৃত পদ দেখা যায়।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য—শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য বৈষ্ণব-সঙ্গীতের লেখক। শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে তাঁহার আবির্ভাব। খণ্ডের ক্ষেত্রতলাতে তাঁহার বসত বাটী। তিনি শ্রীখণ্ড-নিবাসী ঠাকুর নরহরির শিষ্য। শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ তাঁহার সেবিত শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ স্বর্ণঠাকুর বলিয়া মোগলগণ তাঁহার ভবন ঘিরিল। চন্দ্রশেখর শ্রীবিগ্রহ বক্ষে জড়াইয়া রাখিলে মোগলগণ তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। সেই সময় তাঁহার কাটামুণ্ড "নরহরি" নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল। পদকল্পতরু গ্রন্থে চন্দ্রশেখর নামে পদ দৃষ্ট হয়। তাহা গৌরাঙ্গ বিষয়ক নাগরীভাবের পদ।

শ্রীজীব গোস্বামী—শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী গৌরাঙ্গ-পার্ষদ ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন। তিনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভ্রাতুস্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীবল্লভ। শ্রীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রামচন্দ্রে প্রগাঢ় নিষ্ঠার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। পিতা ও জ্যেঠাদ্বয় যখন সংসার ত্যাগ করেন তখন শ্রীজীব গোস্বামী শিশু ছিলেন। কৈশোরে মাতাসমীপে পিতা ও জ্যেঠাদ্বয়ের গৃহত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভজনকাহিনী শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি মায়ের শত বাধা স্বত্ত্বেও বৈরাগ্যধারণে গৃহত্যাগ করতঃ জ্যেঠা শ্রীরূপ

গোস্বামীর শ্মরণ লইলেন। তাঁহার সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ হইলেন। বল্লভ ভট্ট সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা ও দিগ্বিজয়ী রূপচন্দ্রের পরাজয় তাঁহার শাস্ত্র প্রতিভার পরিচায়ক। পরবর্ত্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। আর শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকৃত গ্রন্থাবলী শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দদ্বারা জগতে প্রচার করান। রূপসনাতন গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন। গ্রন্থলিখন ও প্রচারে তিনি অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ষট্সন্দর্ভ, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, তৎসূত্র মালিকা, তৎধাতুসংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতের শেষাংশ, মাধব মহোৎসব, সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ, ভাবার্থ-সূচক চম্পূ, গোপালতাপিনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, রসামৃতের টীকা, উজ্জ্বল নীলমণি টীকা, যোগসারস্তব টীকা, অগ্নিপুরানস্থ গায়ত্রীবিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের বিবৃতি ; শ্রীরাধার হস্তপদ চিহ্নসংগ্রহ, গোপালচম্পু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৭৭ শকে বৃন্দাবনে শ্রীমাধব মহোৎসব রচনা করেন।

জয়ানন্দ মিশ্র—শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র বাংলা সাহিত্যের লেখক, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীতরচনা তাঁহার অমূল্য অবদান। তিনি গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। মাতার নাম রোদিনী দেবী। বর্দ্ধমান সন্নিকটে আমাইপুরা গ্রামে তাঁহার পিতৃভূমি। বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁহার জন্ম। তাহার বাল্যনাম "গুআ" ছিল। মহাপ্রভু তাঁহার নাম জয়ানন্দ রাখেন।

জ্ঞানদাস শ্রীজ্ঞান দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবসঙ্গীতের একজন লেখক। রাঢ়দেশে কাঁদরা গ্রামে তাঁহার ভবন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। জ্ঞানদাসের পদাবলী বৈষ্ণবসঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ। পদকল্পতরু গ্রন্থে জ্ঞানদাসের বহু পদ রহিয়াছে।

জগন্নাথ দাস—শ্রীজগন্নাথ দাস ক্ষেত্রবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ কানাই খুটিয়ার পুত্র। জগন্নাথ ও বলরাম দুই ভাই। জগন্নাথ সঙ্গীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণব বন্দনায়— জগন্নাথ দাস বন্দ সঙ্গীত পণ্ডিত।
যার গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥

জগন্নাথ দাসকৃত পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

জগদানন্দ—শ্রীজগদানন্দ গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবংশীবদনের শিষ্য। "শ্রীবংশী লীলামৃত" গ্রন্থ রচনা করিয়া বংশীবদনের সুনির্ম্মল মহিমারাশী জগতে প্রচার করেন।

জিতা মিত্র—শ্রীজিতামিত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। তিনি কামাদিষড়্‌ রিপুকে বশ করিয়াছিলেন; সেজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার নাম জিতামিত্র রাখিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষাকম্" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীশাখানির্ণনে—

"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রেমপোষকম্।
জিতামিত্র মহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কম্॥"

দেবকীনন্দন দাস—শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপাত্র শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের শিষ্য। গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবাসগৃহে ভবানী পূজনকারী চাপাল গোপালই পরবর্ত্তীকালে দেবকীনন্দন নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীবাসস্থানে অপরাধে কুষ্ঠাক্রান্ত হন। বৃন্দাবনযাত্রাছলে কুলিয়ায় গৌরাঙ্গ পৌছিলে তিনি সকাতরে তাঁহার চরণে পড়েন। তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া প্রভুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, শ্রীবাসসমীপে যাও, তাঁহার স্থানে তোমার অপরাধ তাঁহার-করুণা ব্যতিরেকে তোমার মোচন নাই। প্রভুর আজ্ঞায় তিনি শ্রীবাসচরণে পড়িলেন। শ্রীবাস করুণা করিয়া পুরুষোত্তমের আশ্রয় লইতে বলিলেন এবং বৈষ্ণববন্দনা করিতে বলিলেন। প্রভু ও শ্রীবাসের আজ্ঞায় দেবকীনন্দন শ্রীবৈষ্ণববন্দনা রচনা করেন। ছোট বড় বৈষ্ণব বন্দনা দেবকীনন্দনের অলৌকিক কীর্ত্তি। বৈষ্ণববন্দনা রচনায় বাংলা ভাষায় কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতোর্দ্দেশদীপিকা প্রভৃত গ্রন্থ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমামূলক পদ দেখা যায়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য—শ্রীনিবাস আচার্য্য সুরধনী-তীরে চাকন্দি গ্রামে আবির্ভূত হন। পিতার নাম চৈতন্য দাস, মাতা লক্ষ্মীদেবী। বৈশাখী পূর্ণিমাযোগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশরূপে তিনি ধরায় প্রকট হন। জগতে গৌরগুণমহিমা প্রচারে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার পিতা ও মাতা পুত্রকামনায় জগন্নাথে গিয়া নিজ মনআর্ত্তি নিবেদন করেন। কতদিন অবস্থানে

গৌরাঙ্গমুখে পুত্রবর লাভ করিয়া দেশ আসেন। গৌরাঙ্গদেব পরে নিজ প্রেমশক্তি পৃথিবী-দ্বারে লক্ষ্মীদেবীতে সঞ্চার করেন, তাহাতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়। বাল্যে পিতা-মাতাসমীপে গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা-কাহিনী অবগত হইয়া গৌরাঙ্গদর্শনে উন্মুখ হইলেন। গৌরাঙ্গদর্শনে মহা অনুরাগে ক্ষেত্রপথে চলিলেন। একদিনের পথ অবশিষ্ট, শুনিলেন যে, "হৃদয়ের ধন গৌরাঙ্গসুন্দর অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।" তখন তিনি অতীব বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ক্ষেত্রে গিয়া গদাধর পণ্ডিত-স্থানে অধ্যয়ন বাঞ্ছা করিলে গ্রন্থাভাবে তাহা পূর্ণ হইল না। তথায় ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণে দর্শন করিয়া গৌড়ে আগমন করতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দর্শন করেন। খানাকুলে ঠাকুর অভিরামের প্রসাদে প্রেমশক্তি লাভ করিয়া ব্রজে যাত্রা করিলেন। তথায় শ্রীজীব গোস্বামীস্থানে অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্টস্থানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কতদিনে সবার আদেশে নরোত্তম ও শ্যামানন্দসহ গোস্বামীগ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন করেন। পথে বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর গ্রন্থ অপহরণ করিলে শ্রীনিবাস আচার্য্য সেই দস্যু রাজাকে ত্রাণ করতঃ তাঁহার মাধ্যমে গোস্বামীগ্রন্থ জগতে প্রচার করেন। তারপর যাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া জীবোদ্ধার করেন। তাঁহার দুই পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ষড় গোস্বামী ও নরহরি সরকারের অষ্টক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে বাংলা ভাষায় তাঁহার বহু পদ পাওয়া যায়।

নরোত্তম ঠাকুর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বাংলা সাহিত্যের লেখক। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, পাষণ্ডদলন, বৈরাগ্যনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বৈষ্ণবীয় সাধ্যসাধন-তত্ত্বে অমূল্য গ্রন্থ। তিনি গরানহাট পরগণায় খেতুরি গ্রামে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের ঘরে জন্মগ্রহন করেন। নিত্যানন্দ প্রকাশ রূপে তিনি সর্ব্বজনাদৃত। পদ্মাগর্ভে নিত্যানন্দরক্ষিত প্রেম প্রাপ্ত হইয়া ব্রজে যান। তথা শ্রীলোকনাথ প্রভুর চরণাশ্রয়ে কতকাল বাস করেন। পরে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার-উদ্দেশ্যে গোস্বামীগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস শ্যামানন্দসহ গৌড়দেশে আগমন করতঃ প্রেম প্রচার আরম্ভ করেন। খেতুরী গ্রামে অবস্থান করিয়া জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। বিপ্রদাসের ধান্যগোলা হইতে বিগ্রহ বাহির করিয়া স্থাপন করেন। সেইকালে নবতালের সৃজন করেন।

তাহাই "গরানহাটি সুর" নামে প্রসিদ্ধ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে বাংলা দেশের প্রায় সকল বৈষ্ণবগনই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সংকীর্ত্তণে সপার্ষদে গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেকালে প্রকটা প্রকটের অভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজসহ নরোত্তমের প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই নির্জ্জন থাকিতেন। রামচন্দ্র কবিরাজের অন্তর্দ্ধানে বিরহাক্রান্ত ঠাকুর নরোত্তম ভাবাবেশে প্রার্থনাদি অমূল্য সম্পদের সৃজন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ পাওয়া যায়।

নরহরি দাস—বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ইতিহাসে ও সঙ্গীতজগতে শ্রীনরহরি দাসের অমূল্য অবদান। পানিশালা নিকটে রেঞাপুর গ্রামে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আবির্ভূত হন। শ্রীনিবাস নরোত্তম মহিমা জগতে প্রচারের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের বরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গুরুপরিচয়—শ্রীনিবাস আচার্য্য—রামচন্দ্র কবিরাজ—হরিরামাচার্য্য-গোপীকান্ত--মনোহর— নন্দকুমার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীনরহরি দাস। শ্রীনরহরি দাস "রসুয়া নরহরি" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। নরহরি দাস ব্রজে গমন করিলে মুকুন্দদাসাদি ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের চেষ্টায় শ্রীগোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পরে সবাকার বহু চেষ্টায় ও গোবিন্দের স্বতন্ত্র ইচ্ছায় নরহরি গোবিন্দের ভোগরন্ধনকার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে তিনি ভক্তিশাস্ত্রলিখনে হস্তক্ষেপ করেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস শ্রীনিবাস আচার্য্যচরিত, নামামৃতসমুদ্র· অদ্বৈতবিলাস, বহির্মুখপ্রকাশ প্রভৃতি বৈষ্ণব ইতিহাসমূলক গ্রন্থরাজী বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সঙ্গীতজগতে তাঁহার দান কম নহে। পদকল্পতরু গ্রন্থে নরহরি দাসের বহুত পদে উল্লেখ রহিয়াছে। নরহরি ও ঘনশ্যাম এই দুই নামে তিনি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণি গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্র নরহরি দাসের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচায়ক।

নৃসিংহ কবিরাজ—শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। তাঁহার ছোট ভাই কবিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কবিরাজ। শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ "নবপদ্য" নামক কবিত্ব গীত রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার পদ দেখা যায়।

নিত্যানন্দ দাস—শ্রীনিত্যানন্দ দাস নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্য। শ্রীখণ্ডে অম্বষ্ঠকুলে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী। বাল্যনাম ছিল বলরাম দাস। বাল্যে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া নিজেকে অসহায় ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। একদা স্বপ্নে জাহ্নবা ঈশ্বরী বলিলেন, "তুমি খড়দহে গিয়া আমার সমীপে মন্ত্র গ্রহণ কর।" স্বপ্নাদেশ পাইয়া খড়দহে আগমন করতঃ জাহ্নবার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবধি জাহ্নবার স্নেহে পালিত হইয়া খড়দহে অবস্থান করতে লাগিলেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী ব্রজ হইতে ফিরিয়া শ্রীনিবাস নরোত্তমপ্রকাশ-বর্ণনে আদেশ করিলেন। তদনুরূপ গৌরাঙ্গদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া "প্রেমবিলাস" গ্রন্থ রচনা করেন। বিশবিলাসে উক্ত কাহিনী সমাধান করিয়া পুনঃ জাহ্নবাদেশে গৌরাঙ্গপার্ষদ চরিত্রবর্ণনে চারবিলাসে সম্পূর্ণ করেন। মোট সাড়ে চব্বিশ বিলাসে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। বিশবিলাসে শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ-চরিত্র, চারবিলাসে গৌরাতপার্ষদগুণ ও অর্দ্ধ বিলাসে আচার্য্যাদি-সমীপে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের পত্রাদি উল্লেখ রহিয়াছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে উক্ত গ্রন্থ রচনা করায় ভাষাদির শোধন করিতে পারেন নাই। তাহা নিজেই গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫২২ শকে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রেমবিলাস সম্পূর্ণ করেন। প্রথম বিলাস হইতে আঠার বিলাস শ্রীখণ্ডে, উনিশ বিশ বিলাস খড়দহে, একুশ হইতে চব্বিশ বিলাস কাটোয়ায় বসিয়া লিখেন গ্রন্থসমাপ্তিকালে শ্রীজীব গোস্বামীলিখিত পত্রীগুলি অর্দ্ধবিলাসে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে প্রেমবিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীপ্রেমবিলাস ও বীরচন্দ্রচরিত নামক দুইখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বাংলা ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় গৌড়ীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

নয়নানন্দ—শ্রীনয়নানন্দ বৈষ্ণব-সঙ্গীতের লেখক। গৌরাঙ্গ-লীলাতত্ত্বে সঙ্গীত রচনা তাঁহার অপররিসীম কৃতিত্ব। নয়নানন্দ গৌরাঙ্গ-শক্তিঅবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র ও গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। গদাধর পণ্ডিতের সর্ব্বশক্তি নয়নানন্দে আরোপিত হয়। গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধানে ক্ষেত্র হইতে গদাধর পণ্ডিতের গলদেশে স্থিতি শ্রীগোপীনাথ-মূর্ত্তি, তাঁহার স্বহস্তলিখিত গীতা প্রভৃতি লইয়া নয়নানন্দ গৌড়দেশে আগমন করতঃ

রাঢ়দেশে ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত বহু পদ পাওয়া যায়।

শ্রীনাথ আচার্য্য—শ্রীনাথ আচার্য্য শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ও কবি কর্ণপুরের বিদ্যাগুরু। কাঁচরাপাড়ায় "শ্রীকৃষ্ণ রায়" সেবা স্থাপন করেন। "শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা" নামক শ্রীভাগবতের টীকা রচনা করেন।

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—
ব্যাচকার পারিপাট্যাদেয়া ভাগবত সংহিতাং,
কুমারহট্টে যৎ কীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥

নরসিংহ দেব—শ্রীনরসিংহ দেব পক্কপল্লী দেশের রাজা। তিনি ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে অবস্থান করিয়া প্রেম প্রচার আরম্ভ করিলে রাজা নরসিংহের সভার পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রভাবে কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। রাজাসমীপে বলিলেন, যে কোন প্রকারে নরোত্তমের প্রভাব ক্ষুন্ন করিতে হইবে। রাজা পণ্ডিতগণের বাক্যে বাধ্য হইয়া একদিন পণ্ডিতগণসহ খেতুরীমুখে রওনা হইলেন। রাজাগড়ের হাটসমীপে কুমারপুরে তাঁবু গাড়িলেন। এদিকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী রাজ আগমন জানিয়া কুমারপুরে কুমার ও বাড়ুই সাজিলেন এবং ঘটনাচক্রে সশিষ্য পণ্ডিতগণকে পরাভব করিলেন। পণ্ডিতগণ পরাভবে রাজা লজ্জিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে নরোত্তম মহিমা শুনিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া সপার্ষদে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তদ্‌বধি রাজা পরম বৈষ্ণব হইলেন এবং নরোত্তম সঙ্গানন্দে বিভোর হইলেন। নরসিংহ দেব নামে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে বহু পদ পাওয়া যায়।

নয়নানন্দ কবিরাজ—শ্রীনয়নানন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। বয়ঃসন্ধিরসে তাঁহার কবিত্ব বর্ণনা। তথাহি—রঘুনন্দন—শাখানির্ণয়ে—

"বয়সন্ধিরসে হয় যাহার বর্ণন, ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরণ ॥"

প্রবোধানন্দ সরস্বতী—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কাশীবাসী বৈদান্তিকগণের প্রধান আচার্য্য। তাঁহার নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিল। গৌরাঙ্গ করুণা প্রাপ্তির পর হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রভু সন্ন্যাস

করিয়া বৃন্দাবন যাত্রাকালে কাশীধামে গমন করিলে প্রকাশানন্দ সপার্ষদে গৌরাঙ্গ নিন্দায় প্রমত্ত হইলেন এবং বলিলেন "গৌরাঙ্গের ভাবকালী কাশীপুরে চলিবে না"। প্রভু কাশীধাম হইতে বৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করত পুনঃ কাশীধামে আগমন করেন। প্রভু জনৈক ব্রাহ্মণের অনুরোধে সন্ন্যাসীসমাজে তাঁহার ভবনে ভিক্ষানিমন্ত্রণে আহুত হইয়া বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে প্রকাশানন্দে আপন প্রকাশ ও নাম সংকীর্ত্তন মহিমা জ্ঞাত করাইলেন। সে সময় হইতে সশিষ্য প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গে রতি জন্মিল। সেই রতি ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া পূর্ণতা লাভ হইল। এই পূর্ণতার পূর্ণ নিদর্শন "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক গ্রন্থ রচনা। গৌরাঙ্গ প্রেমে তাঁহার কিরূপ রতি জন্মিয়াছিল উক্ত গ্রন্থপঠনে সম্যক উপলব্ধি হয়। "শ্রীরাধারসসুধানিধি" নামক ব্রজলীলা বিষয়ক একটি মধুর গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অমূল্য সম্পদ।

প্রেমদাস—শ্রীপ্রেমদাস বাংলা সাহিত্যের লেখক। ইহার নাম পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ। শ্রীগুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। ইহার বৃদ্ধ পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গোকুল নগরে বাস করেন। জগন্নাথসুত মুকুন্দানন্দ। তাঁহার সুত গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের ছয় পুত্র। তিন পুত্র অল্পকালে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট তিন পুত্র। গোবিন্দরাম, রাধাচরণ ও কনিষ্ঠ পুরুষোত্তম। তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যবলে বিজ্ঞগণ সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি দেওয়ায় তাঁহার নাম হয় পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ। তাহা গুরুপরিচয় বংশীশিক্ষা গ্রন্থে বর্ণন এরূপ-

"মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র। যাহা হৈতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
ঊর্দ্ধবাহু হঞা বন্দ শ্রীহরি গোসাঁই। গুরুপাদপদ্মনিষ্ঠ যাঁর সম নাই॥"

প্রেমদাস ষোড়শ বৎসর বয়সে ব্রজে গিয়া গোবিন্দদেবের রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হন। কতকদিবস পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনীত হইয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। একদা স্বপ্নে নবদ্বীপধামসহ সপার্ষদ নিতাই গৌরাঙ্গদেবের দর্শন ও লীলায় সেবা করিয়া অশেষ করুণা লাভ করিলেন। তদবধি গৌরাঙ্গের মধুর লীলা-আস্বাদনে উদ্বিগ্ন হইলেন। কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞানবিহীন গৌরলীলারসাস্বাদ বৈষ্ণবজগতের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। "মনঃশিক্ষা" রচনা করিয়া গীতছলে ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। আর বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করিয়া

বৈষ্ণব ইতিহাসের বহুত কল্যাণ করিয়াছেন। শ্রীবংশীবিলাস, শ্রীবংশীলীলামৃত রামের করচা, কেশবসঙ্গীত, গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ, পদাবলী, সাধুবাক্য বিচার করিয়া বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ একাদশী, কৃষ্ণাষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি হয় ও শুদ্ধা ভক্তি লভ্য হয়। ১৬৩৪ শকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন ও ১৬৩৮ শকে বংশী শিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে প্রেমদাসকৃত বহু পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পীতাম্বর দাস—শ্রীপীতাম্বর দাস শ্রীখণ্ডনিবাসী। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন বংশধর শচীনন্দন দাসের শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরামগোপাল দাস। পীতাম্বরের বংশপরিচয়—নরহরি ঠাকুরের শিষ্য খণ্ডবাসী চক্রপানী মজুমদার পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী, তাঁর পুত্র শ্যাম রায়, তাঁর পুত্র রামগোপাল। রামগোপাল পুত্র পীতাম্বর দাস। অষ্টরসব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী বর্ণনের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণন এইরূপ। তথাহি—রসমঞ্জরী—

মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্যগুণ হয় যাহার॥

বামা দক্ষিণা ধীরাদি বিভেদ। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ তাহার উদ্ভেদ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্মএ। আট আট্টে চৌষট্টি তাহার ভেদ হএ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টক কোরকে। তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেহ অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল। রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল॥

হেনমতে বাংলা ভাষায় রসতত্ত্বব্যাখ্যা গীতছলে বর্ণন করিয়া অত্যদ্ভুত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। প্রভু তাঁহার ভবনে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্তবাবলী রচনা করেন। তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশে—১৯৯ শ্লোকের

"পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলমতে তিনি "গৌরাঙ্গবিজয়" নামক গীত রচনা করেন।

তথাহি —নদীয়াখণ্ডে—

"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ বিজয়গীত শুনিতে অদ্ভুত" ॥
পরমানন্দ গুপ্তের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতজগতে অবদান কম নহে। পদকল্পতরু গ্রন্থে পরমানন্দ নামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমামূলক পদ দেখা যায়।

পরমেশ্বর দাস— শ্রীপরমেশ্বর দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যান সেসময় পরমেশ্বর দাস সঙ্গে রহিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যখন প্রেম বিতরণ করেন, সেসময়ও পরমেশ্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী। কতদিন পরে মা জাহ্নবা কর্ত্তৃক শ্রীগোপীনাথের রাধারাণী লইয়া ব্রজে যান। ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মা জাহ্নবা আদেশে তড়া আঠপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ-মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং সেবানন্দে তথায় বাস করেন। পরমেশ্বর দাস নামে রচিত বহু পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

বিজয় পুরী—শ্রীবিজয়পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ ও শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর শিষ্য। শ্রীহট্টে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীহট্টে নবগ্রামবাসী অদ্বৈতাচার্য্যের মাতামহের মহানন্দের পুরোহিতের পুত্র মহানন্দ পুরোহিত। অদ্বৈত প্রভুর মাতা লাভাদেবীসহ তাঁহার ভ্রাতৃ ব্যবহার ছিল। তিনি অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করেন। অদ্বৈত প্রভু লাউড় হইতে শান্তিপুরবাসী হইলে অদ্বৈত বিরহে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে আগমন করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল বিজয়পুরী। অদ্বৈত প্রভু পিতৃপিণ্ড দান অন্তে তীর্থভ্রমনে বাহির হইলে কাশীতে তাঁহার সহিত মিলন হয়। কতদিন পরে অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আসিলে বিজয়পুরী শান্তিপুরে আগমন করেন এবং অদ্বৈত সত্ত্বা সম্যক উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন। অদ্বৈতের বাল্যলীলা কাহিনী বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অদ্বৈত জীবনী লেখক হিসাবে বিজয়পুরী সর্ব্ব আদি। তাঁহার বাণীকে কেন্দ্র করিয়া অদ্বৈতমঙ্গলাদি গ্রন্থ লিখিত হয়।

বংশী বদন—শ্রীবংশীবদন গৌরাঙ্গ পার্ষদ, ১৪১৬ শকাব্দে কুলিয়ায় প্রকট হন। তাঁর পিতা ছকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, আদি বাস পাটুলীগ্রাম ছাড়িয়া কুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণকালে তাঁহার উপর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার

রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। তদ্বধি বংশী মহাপ্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্তর্দ্ধান করিলে বংশী বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। প্রভু স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলে বংশী প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান ও তাঁহার সেবানন্দে বিভোর থাকেন। সেই বিগ্রহই নবদ্বীপে "বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ"। তারপর কতদিন বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৌরাঙ্গের সুনির্ম্মল প্রেম প্রচার করতঃ গৌরাঙ্গসেবায় আবিষ্ট রহিলেন। সেইকালে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলাবিষয়ক বহুত পদ রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতজগতে তাঁহার দান অপরিসীম। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে পঞ্চ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। বংশীবদন, বংশী, বংশীদাস, শ্রীবদন, বদনানন্দ। নিকুঞ্জরহস্য স্তব বাংলাভাষায় তাঁহার বর্ণনে ভক্ত-হৃদয়ে চির আনন্দের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তিনি গৌরাঙ্গ আদেশে অন্তর্দ্ধান করিয়া রামাই পণ্ডিত নামে পুনঃ প্রকট হইয়া লীলার বিস্তার করেন। তাঁহার লেখনী সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্তি —

তথাহি — শ্রীবংশী-শীক্ষা — ৪র্থ উল্লাস —

"গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী। তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ-বিহার। বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠমণিহার"।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর — শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র। হালিসহর নতিগ্রামবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠ বিপ্রের গৃহে আবির্ভাব। মাতৃ-গর্ভাবস্থায় পিতৃ-অদর্শনে মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিতের হালিসহরস্থ ভবনে আনীত হন। তথায় তিনি ভূমিষ্ঠ হন। পঞ্চম বৎসর বয়সে মাতা সহ মামগাছি গ্রামে অবস্থান করেন। তথা হইতে দেন্দুড় গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ভজননির্ণয়, বৈষ্ণববন্দনা, গৌরগণোদ্দেশ প্রভৃতি বাংলাভাষায় প্রভূত গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের অশেষ কল্যান সাধন করেন। ব্যাসদেব যেমন অখিল শাস্ত্রের কর্ত্তা, সেমত সেই ব্যাসদেবই শ্রীবৃন্দাবন দাসরূপে প্রকট হইয়া গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করেন। তাঁহারা কবিত্বের মহিমা স্বয়ং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" "চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।" ইত্যাদি। শ্রীল্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। বাংলা ভাষায় গৌরাঙ্গ

চরিত বর্ণনে ইহাই সর্ব্বাদি গ্রন্থ। ইহার লীলাসূত্র অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ লিখিত হয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বহু পদও পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিলে বৃন্দাবনবাসী ভাগবতগণ বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত নাম স্থাপন করেন। তথাহি —শ্রীপ্রেমবিলাসেঃ—

চৈতন্যভাগবতের নাম—"চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা "ভাগবত" আখ্যা দিল॥

সংস্কৃতে "শ্রীচৈতন্যলীলামৃত" গ্রন্থখানিও তাঁহার রচনা।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীবাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তণীয়াগণের মধ্যে একজন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ পারিষদ। শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে আবির্ভাব। তাঁহার তিন ভাই, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, ও বাসুদেব ঘোষ, তিনজনেই কীর্ত্তণীয়া ও পদকর্ত্তা। ক্ষেত্র হইতে গৌরাঙ্গ আদেশে প্রভু নিত্যানন্দসহ গৌড়দেশে আগমন করিয়া গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন ও পদরচনায় সর্ব্ব ভক্তচিত্তে মহানন্দের সঞ্চার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গপুরে মনোরম সেবা স্থাপন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ দেখা যায়।

শ্রীবল্লভ—শ্রীবল্লভ বাঘ্নাপাড়াবাসী রামাই পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য এবং শচীনন্দনের পুত্র। "শ্রীবল্লভলীলা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন॥

বসন্ত রায়—শ্রীবসন্ত রায় ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। বাংলা ভাষায় বহুত সঙ্গীত রচনা করেন। ঠাকুর নরোত্তমের চরিত্র-অখ্যান সঙ্গীতাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার গৌড়, ব্রজ, উৎকলেতে গমনাগমনকাহিনী সঙ্গীতাকারে রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে বসন্ত রায়ের নামে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহু পদ পাওয়া যায়।

বলরাম দাস—শ্রীবলরাম দাস শ্রীনিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার নিবাস। পদকর্ত্তা হিসাবে বলরাম দাসের নাম সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। তাঁহার লিখিত বহুত পদ দৃষ্ট হয়। বলরাম দাসের পদাবলী গ্রন্থ সর্ব্বজনাদৃত। পদকল্পতরু গ্রন্থেও বহু পদ রহিয়াছে। তথাহি—বৈষ্ণব-বন্দনা—

"সঙ্গীত রচক বন্দ বলরাম দাস, নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস।"

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নরোত্তম শাখাভুক্ত। ঠাকুর

নরোত্তমের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, তাঁর শিষ্য কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ; তাঁর শিষ্য শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। দেবীগ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। রামভদ্র, রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ তিন ভাই। বিশ্বনাথ দেবীগ্রামে অধ্যয়ণ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং একজন দিগ্বীজয়ীকে জয় করিয়া প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করেন। বিশ্বনাথ দ্বার পরিগ্রহ করিবার কিছুদিন পর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া শ্রীমুকুন্দদাসকৃত গ্রন্থের সমাপ্তি করেন। কতদিনে শ্রীগুরুআদেশে গৌড়ে আসেন। পুনঃ ব্রজে গিয়া রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। তথা গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশমত গোস্বামীগ্রন্থের টীকা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোস্বামীগণের অভিব্যক্তিই বিশ্বনাথের টীকা দ্বারা জগতে প্রকাশ পাইল। গীতা, ভাগবতের টিপ্পনী আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূর টীকা, উজ্জ্বল নীলমনির টীকা, মন্ত্রার্থদীপিকা, স্তবামৃতলহর্য্যাম্, রসামৃতের বিন্দু, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, মাধুর্য্যকাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্য রসায়নগ্রন্থ বর্ণনারম্ভে মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন বিশ্বনাথ গৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলেন ; ক্ষণদা গীতচিন্তামণি রচনাই ভাবের অভিব্যক্তি। বিশ্বনাথের গোকুলানন্দ প্রাপ্তি, সেবাস্থাপন, দাস গোস্বামীর গিরিধারী সেবাপ্রাপ্তি ও শ্রীমতীকর্ত্তৃক "শ্রীহরিবল্লভ" নামপ্রাপ্তি তাঁহার মহিমার পূর্ণ নিদর্শন। একাধারে গোস্বামী গ্রন্থের টীকা রচনা অন্যদিকে সঙ্গীত রচনা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অত্যদ্ভুত কৃতিত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার অমূল্য অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমীপে চিরশ্বাশ্বত বস্তু হইয়া রহিবে। তিনি ১৬০১ শকাব্দে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত ও ১৬১৬ শকাব্দে শ্রীভাগবতের টিপ্পনী রচনা করেন।

বীরহাম্বির রাজা — শ্রীবীরহাম্বীর রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বীরহাম্বীর বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন। প্রথমে তিনি রাজা হইয়াও দস্যু ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রসাদে মহাবৈষ্ণব হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসিলে বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরের চরগণ অপহরণ করেন। শেষে আচার্য্য রাজদরবারে সেই গ্রন্থ পাইয়া রাজার দুর্বুদ্ধি দূর করতঃ গৌরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং রাজদ্বারে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করিলেন। রাজা পরম বৈষ্ণব হইল শুনিয়া শ্রীজীব গোসাঁই তাহার "চৈতন্য দাস" নামে অর্পন করেন। রাজা আচার্য্যস্থানে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রাধাদি উপাসনা গ্রহন করেন। পরে

রাজা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ করেন। একদা ভবনে রাজা শয়নে আছেন, কালাচাঁদ ভুবনমোহন রূপ দেখাইয়া সেবাস্থাপনে আজ্ঞা করিলেন। সেই নিদ্রিত অবস্থায় রাজা দুটি পদ রচনা করিয়া কীর্ত্তন করিলেন রাণী পট্টদেবী নিদ্রাভঙ্গে সেই গীত শুনিয়া বিমোহিত হইলেন। রাজা জাগিলে রাণীর অনুরোধে পুনঃ সেই গীত কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীকালাচাঁদ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমামূলক দুইটি পদ ভক্তি-রত্নাকরে উল্লেখ রহিয়াছে। তারপর "চৈতন্যদাস" নামে বহুত পদ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে চৈতন্যদাস নামে কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয় তাহা "চৈতন্য দাস" নামধারী রাজা বীরহাম্বীরকৃত পদ। তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—

শ্রীচৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল। বিস্তারের তরে তাহা নাহি জানাইল॥

অতএব গৌড়ীয় সঙ্গীত জগতে চৈতন্য দাস নামধারী রাজা বীরহাম্বীরের অবদান কম নহে।

বলদেব বিদ্যাভূষন—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যরূপে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। যিনি "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য" রচনা করিয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শ্যামানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ। তাঁর শিষ্য নয়নানন্দ; তাঁর শিষ্য রাধাদামোদর; তাঁর শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিদ্যা-ছাত্র ছিলেন। গোবিন্দ-ভাষ্য, প্রমেয় রত্নাবলী, কাব্য-কৌস্তুভ, ছন্দঃ-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় শাস্ত্রভাণ্ডার অলঙ্কৃত করেন।

বৈষ্ণব দাস—শ্রীবৈষ্ণব দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। তিনি শ্রীপদকল্পতরু নামক সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্কলন করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদের রচিত পদগুলি একত্র সমাবেশ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করেন। উক্ত গ্রন্থে লীলানুক্রমে ভাবোপযোগী পদের সমন্বয় ঘটাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের চির শাশ্বত রূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন। সঙ্গীতজগতে তাঁহার অবদান কম নহে। স্বপ্রকাশিত গ্রন্থে ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার রচিত বহু পদ দেখা যায়। তাঁহার পদসঙ্কলন সম্বন্ধে স্বগ্রন্থে বর্ণন এইরূপ— তথাহি—শ্রীপদকল্পতরু—

আচার্য্য প্রভুর বংশ্য শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটন পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥

সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা হৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার। পূর্ব্ব রাগাদিক্রমে চারি শাখা যার ॥

ভাগবত আচার্য্য—শ্রীভাগবত আচার্য্য বরাহনগরনিবাসী। সংস্কৃতবহুল শ্রীমদ্ভাগবতখানি অবিকল বাংলা পয়ারে রচনা করেন। মহাপ্রভু ১৪৩৬ শকাব্দে বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন। সে সময় কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত গমনপূর্বক প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পানিহাটি হইয়া বরাহনগরে ভাগবত আচার্য্য ভবনে পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রেমভক্তি বিজড়িত শ্রীমদ্ভাগবত পঠনে প্রভু সুখী হইয়া তাঁহাকে "ভাগবত আচার্য্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। ভাগবত আচার্য্যকৃত বাংলাভাষায় "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী" গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীমন্মহপ্রভূ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগ পাবন অবতার। ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ তিন বাঞ্ছাপূরণে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব কান্তি ধারন করিয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। চির অনর্পিত ব্রজ প্রেমসম্পদ সর্ব্বাবতার ভক্তসহ আস্বাদন ও কলিহত জীবে বিতরন ও উদ্ধার সাধনের জন্য ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র; মাতা শচীদেবী। ব্রজলীলার ন্যায় নদীয়া-লীলা করতঃ চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে অবস্থান করেন। ছয় বৎসর সর্ব্বভারত পরিভ্রমন করিয়া প্রেম প্রচার করেন এবং অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করিয়া আপন অভিলষিত তিন বাঞ্ছা পূরণ করেন। চৌদ্দশ পঞ্চান্ন শকে অষ্টচল্লিশ বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান হণ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীভাগবতের ভক্তি টীকা ও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। অধ্যায়নকালীন ন্যায়ের টীকা লইয়া নদী পার হইবার কালে জনৈক বিপ্রের দুঃখ দূরীকরণে নিজকৃত টীকা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন আর ভাগবতের টীকা অচ্যুতানন্দকে শ্রবন করিয়া তাহা প্রচার করিতে নিষেধ করিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোৎদিগর্ণ শ্লোক পরিদৃষ্ট হয় ॥ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোৎদিগর্ণ শিক্ষাষ্টক সমধিক প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনাদৃত। তাহা গৌরাঙ্গানুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠমণিহার

মুরারী গুপ্ত শ্রীমুরারী গুপ্ত শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হন। নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। মুরারী গুপ্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে আপনাকে প্রকাশ করিয়া মুরারী গুপ্তের অচিন্ত্য মহিমা রাশী বিভিন্ন লীলাছলে বিদিত করিয়াছেন। গুপ্তমুখে শ্রীরামমহিমা-

অষ্টক শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহার ললাটে রামদাস নাম লিখিয়া দেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকছন্দে গৌরাঙ্গলীলাকাহিনী রচনা করেন। তাহা মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে সর্ব্বজনাদৃত। কড়চা রচনা ও রামাষ্টক রচনা মুরারী গুপ্তের সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। দামোদরসংবাদ ও মুরারীর মুখোৎদিগর্ণ বাক্যই মুরারী গুপ্তের কড়চা। ১৪৩৫ শকাব্দে আষাঢ়মাসে সপ্তমী তিথিতে কড়চা গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইহা গৌরলীলা বিষয়ক সর্ব্ব আদি গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে লোচন দাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলাদি গ্রন্থ রচিত হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে মুরারী গুপ্তের রচিত পদ পাওয়া যায়। তথাহি পদং—

"মুরারী গুপ্ত কহে পীরিতি এম'ত হৈল তার গুণ তিন লোকে গায়॥"

মাধব ঘোষ—শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে মাধব ঘোষের জন্ম। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বাসু ঘোষের ভ্রাতা। নিত্যানন্দ পার্ষদ যাঁহার সংকীর্তনে গুণে প্রভু অভঙ্গস্বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ছিল। বৈষ্ণবসঙ্গীত সাহিত্যে তাঁহার অবদান কম নহে। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার লিখিত বহু পদ পাওয়া যায়।

মাধব আচার্য্য—শ্রীমাধব আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থের লেখক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্যালক ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভ্রাতা। শ্রীহট্টনিবাসী দুর্গাদাস পণ্ডিত সস্ত্রীক নদীয়ায় বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র, সনাতন ও কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধব আচার্য্য। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করিলে মাতা বিধুমুখী মাধবকে পালন করেন। মাধব অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতঃ "আচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। শ্রীবাসভবনে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশে প্রভু মুখঃনিসৃত হরিনামশ্রবণে তাঁহার দিব্য ভাবোন্মাদ প্রকাশ পায়। তদবধি নামানুরাগে সংসার ছাড়িয়া কুলিয়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধকে সুমধুর গীতছন্দে বর্ণন করেন; তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য ও অন্যান্য পুরাণের কিছু কিছু তথ্য লইয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ লইয়া ক্ষেত্রে মহাপ্রভুচরণে সমর্পণ করেন। প্রভু গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বহুত কৃপা প্রদর্শন করিলেন ও অদ্বৈত প্রভুর দ্বারা দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে কবিত্বগুণে অশেষ খ্যাতি লাভ

করেন। তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—
"পরে কবি বল্লভ আচার্য্য বলি খ্যাতি তাঁর। কলিব্যাস বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥"
তারপর মাধব কুলিয়ায় অবস্থান করেন। প্রভু বৃন্দাবন যাত্রাছলে গৌড়ে আসিয়া তাঁহার ভবনে দশদিন অবস্থান করতঃ বহু লীলা করেন। পরে প্রভু ঝারিখণ্ড পথে ব্রজে গমন করিয়া পুনঃ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাধব প্রেমে পাগল হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। মাতা বিবাহ উদ্যোগ করিলে মাধব সংসার ত্যাগ করতঃ পরমানন্দপুরী স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পরে মাতৃ দর্শন বার্ত্তা পাইয়া শান্তিপুরে আসেন। খেতুরী হইয়া পুনঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। মাধব বিরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতের অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

মনোহর দাস—শ্রীমনোহর দাস বাংলা সাহিত্যের লেখক। বাংলা ভাষায় অনুরাগবল্লী গ্রন্থ রচনা তাঁহার পূণ্য স্মৃতি। মনোহর দাস শ্রীনিবাস আচার্য শাখাভুক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য রামচরণ চক্রবর্ত্তী। তাঁর শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ। রামশরণ চট্টরাজের শিষ্য মনোহর দাস। মনোহর সর্ব্বত্যাগ করিয়া কাটোয়া সমীপে বাই-গনকোলা নামক স্থানে শ্রীগুরুসমীপে অবস্থান করেন। মনোহর দাস নাম তাঁহার শ্রীগুরুপ্রদত্ত। কতদিন শ্রীগুরুসমীপে অবস্থান করিয়া ব্রজধামে গমন করেন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া বাস করেন। ব্রজে গিয়া সম্প্রদায়তত্ত্ব সংগ্রহে উদ্বিগ্ন হইলে শ্রী, রুদ্র ও নিম্ব সম্প্রদায়ের প্রণালী পাইলেন। পরে শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে শ্রীরাধাবল্লভ দাসের সমীপে গোপাল গুরুকৃত এক পুঁথি পাইয়া মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। ১৬ ৮ শকে তিনি "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় অনুরাগবল্লী গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিতাবলী উক্ত গ্রন্থের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। মনোহর দাস নামে বহু পদ দেখা যায়।

মুকুন্দ দাস—শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য। পাঞ্চালদেশে বিপ্রকুলে আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে তাঁহার অনন্য ভক্তি ছিল। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে আগমন করতঃ রাধাকুণ্ডে কবিরাজ গোস্বামীর সমীপে অবস্থান করেন। কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে দাসগোস্বামী সেবিত শ্রী গিরিধারী সেবা প্রাপ্ত হন। তিনি একখানি লীলাগ্রন্থ বর্ণনা করিতে করিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আগমনে তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ করান। মুকুন্দদাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচক রচনা করেন। মুকুন্দদাসকৃত গোস্বামী শাস্ত্রের টীকা দৃষ্ট হয়' তিনি সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, অমৃতরত্নাবলী, রসতত্ত্বসার,

রাগরত্নাবলী, আত্মসারতত্ত্বকারিকা, আনন্দরত্নাবলী, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, উপাসনাবিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

মদন রায়—শ্রীমদন রায় শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্যামরায়ের পুত্র ও রামগোপাল দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। খণ্ডনিবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য চক্রপানি মজুমদার। তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ চৌধুরী। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পুত্র শ্যাম রায় শ্যাম রায়ের পুত্র মদন রায়। মদন রায়ের বাংলা সাহিত্যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথাহি— শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী — ১২ কে বক—

"তাঁর পুত্রের নাম হএন মদন রায়। রাধাকৃষ্ণলীলা কথা সদাই হিয়ায়॥
গোবিন্দলীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী। নিরন্তর বাঞ্ছেন তেহোঁ বৈষ্ণবপদধূলি॥

শ্রীমদন রায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের ভাষা ও পদাবলী রচনা করেন।

মথুর দাস—শ্রীমথুর দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবসঙ্গীতের লেখক। শ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশ-সূচকে মথুর দাসকে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে মথুরদাসকৃত পদ দৃষ্ট হয়।

মাধব দ্বিজ—শ্রীমাধব দ্বিজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও জামাতা। প্রভু নিত্যানন্দ নিজকন্যা গঙ্গাদেবীকে মাধব করে সমর্পন করেন। কাটোয়া সমীপে নন্যাপুর গ্রামে তাঁর আবির্ভাব। পিতা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য। মাতা মহালক্ষ্মী। মাধবের আবির্ভাবের কিছুদিন পরে মহালক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন। বিশ্বেশ্বর বাল্যবন্ধু ভগীরথাচার্য্যের উপর মাধবের পালনের ভার অর্পন করিয়া সন্ন্যাসে গমন করেন। তদবধি মাধব ভগীরথের পুত্রের ন্যায় তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। মাধব নানাবিধ শাস্ত্র পড়িয়া পাণ্ডিত্যগুণে "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে মাধব নিত্যানন্দ পদাশ্রয়ে নিত্যানন্দ মহিমা গানে মত্ত রহিলেন। কতককাল খড়দহে শ্যামসুন্দরের সেবা পরিচালনা করিয়াছেন। জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন। গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে সকলে বিমোহিত হইত। পদকল্পতরু তাঁহার রচিত নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদ দৃষ্ট হয়।

যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য। শ্রীরঘুনাথ

দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। তিনি অদ্বৈতশিষ্য ও বাসুদেব দত্তের পুরোহিত। সপ্তগ্রামস্থ রঘুনাথ দাসের ভবনের পূর্ব্বদিকে তাঁহার ভবন। সঙ্গীতে তাঁহার গন্ধর্ব্বসমান অধিকার ছিল। তিনি ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বরূপ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। অদ্বৈত তত্ত্ববিষয়ক উক্ত স্বরূপবর্ণন বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অমূল্য সম্পদ।

যদুনন্দন দাস—শ্রীযদুনন্দন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য। মালিহাটী গ্রামে তাঁহার নিবাস। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও কর্ণপুর কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় সর্ব্বজনপক্ষে আস্বাদন করা কষ্টসাধ্য। সেজন্য হেমলতা ঠাকুরাণী যদুনন্দনকে উক্ত আচার্য্য প্রভুর শাখা বাংলা ভাষায় রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। দেবীর আদেশে বুধই পাড়াতে ১৫২৯ শকাব্দে দেবীর সমীপে রহিয়া আচার্য্য প্রভুর শাখাবর্ণন করেন। ষষ্ঠ নির্য্যাস পর্য্যন্ত লিখিয়া হেমলতা ঠাকুরাণীর হস্তে অর্পন করিলে তিনি গ্রন্থপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থের নাম "কর্ণানন্দ" রাখেন এবং তৎসঙ্গে কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীগণ বর্ণনের আদেশ করেন। তখন সপ্তম নির্য্যাস রচনা করিয়া তাহাতে কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীগণ বর্ণন করেন কর্ণানন্দ সপ্তমনির্য্যাসে সম্পূর্ণ। শুধু ইহাই নহে, কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত ও রূপগোস্বামীকৃত চাটুপুষ্পাঞ্জলী, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাভাষী গোস্বামী শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করেন। সঙ্গীত সাহিত্যে যদুনন্দনের দান কম নহে। পদকল্পতরু গ্রন্থে যদুনন্দনের বহু পদ পাওয়া যায়।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দ পার্ষদ দাস গদাধরের শিষ্য। কাটোয়ায় দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের সেবক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম কাটোয়ায় দাস গদাধরের দর্শনে আসিলে সে সময় যদুনন্দন তথায় ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে দাস গদাধরসহ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের মিলন করান। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে দাস গদাধর অন্তর্দ্ধান করিলে যদুনন্দন মহামহোৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে তৎকালীন প্রায় সমস্ত গৌরাঙ্গপার্ষদগণই যোগদান করিয়াছিলেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিন কাল মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসঙ্গীত জগতে যদুনন্দনের অবদান পরিলক্ষিত হয়। তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—

"যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত॥"

যশোরাজ খান—শ্রীযশোরজ খান সঙ্গীত শাস্ত্রের লেখক শ্রীখণ্ডতে তাঁহার নিবাস রসকল্পবল্লী গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ দেখা যায়।

শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা ও গৌড়ে নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী। গৌড়ীয় শাস্ত্রচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম ও গৌরাঙ্গ-পার্ষদ ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন। গৌরাঙ্গ প্রকাশে চিত্তে অভিনব ভাবের প্রকাশ পায়। প্রভু রামকেলিতে আসিলে ভ্রাতা সনাতনসহ দন্তে তৃণ ধারিয়া প্রভুর চরণাম্বুজ পতিত হন এবং নিজ নিজ মনআত্তি জ্ঞাপন করেন। প্রভু দোঁহাকে অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া সান্তনা প্রদান করেন। তারপর একদ রূপগোস্বামী ভ্রাতা শ্রীবল্লভসহ তৃণবৎ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া প্রয়াগে প্রভুর চরণাপ্রান্তে উপনীত হইলেন। প্রভু চারিমাস সঙ্গে রাখিয়া সর্বতত্ব উপদেশ করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন এবং লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রজে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন ব্রতী হইলেন। মথুরা মাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লুপ্ততীর্থসকল প্রকট করেন এবং অগণিত শাস্ত্র রচনা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার হস্তাক্ষরের স্তবন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীহংসদূত কাব্য, উদ্ধবসন্দেশ, ছন্দোহষ্টাদশ, স্তবমালা, গোবিন্দবিরুদাবলী; প্রেমেন্দু-সাগর, ললিতামাধব; বিদগ্ধমাধব, দানকেলি কৌমুদী, রসামৃতযুগল, মথুরা-মহিমা, নাটকচন্দ্রিকা, লঘু ভাগবতামৃত, কৃষ্ণজন্মাতিথি, রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ (বৃহৎ ও লঘু), ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, অষ্টাদশলীলা, পদ্যাবলী নাটকবর্ণন প্রভৃতি গ্রন্থাবলী। ১৪৭৩ শকে গোকুলে বসিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১৪৭২ শকাব্দে বৃহৎ রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ, ১৪৫৯ শকে ললিতমাধব গ্রন্থ রচনা করেন। ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব দুইখানি গ্রন্থ প্রথমে একসঙ্গে লিখন আরম্ভ হইয়াছিল। রূপগোস্বামীপাদেব নীলাচলে প্রভুপাশে আগমনকালে উৎকল সত্যভামাপুর নামক গ্রামে সত্যভামার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন ও প্রভুর সহিত মিলনে প্রভুর অভিপ্রায়মত দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এরূপে শ্রীরূপগোস্বামীপাদ গৌরপ্রেমাকর্ষণে তৃণবৎ রাজ বিষয় বর্জ্জন করিয়া গৌরাঙ্গ আদেশে ব্রজবাস করেন এবং গৌরাঙ্গ নির্দ্দেশমত অখিল শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তে অসংখ্য শাস্ত্র রচনা করতঃ গৌড়ীয় শাস্ত্রাচার্য্যগণ মধ্যে অন্যতম হইয়াছেন। তাঁহার অলৌকিক প্রেম ও বৈরাগ্যের নিদর্শন আর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভা গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের পরম গৌরবের বিষয়।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী গৌরাঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন। সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস। তিনি বাল্যে হরিদাস ঠাকুরের যথেষ্ট কৃপাপ্রাপ্ত হন। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য যদুনন্দন আচার্য্য রঘুনাথ দাসের গুরুদেব। মহাপ্রভুর প্রকাশে রঘুনাথের হৃদয়ের বৈরাগ্যের উদয় হয়। নীলাচলে প্রভু সমীপে যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য' অস্পরাসম পত্নী পরিত্যাগ করিয়া বারে বারে পালাইয়া যান। পিতা বারে বারে ধরিয়া আনেন। পরে শান্তিপুরে গৌরদর্শন ও পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দ করুনা বলে তিনি সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুরীধামে প্রভুসমীপে উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর করে সমর্পণ করায় তাঁহার নাম"স্বরূপের রঘু"হইল। রঘুনাথ নীলাচলে অবস্থানকালে যে বৈরাগ্য প্রকাশ করিলেন তাহা অতুলনীয়। "রঘুনাথের বৈরগ্য যেন পাষাণের রেখা"। রাজপুত্র হইয়া প্রথমে মন্দিরদ্বার, ছত্র, পরে পারত্যক্ত গলিত প্রসাদ লবণসহযোগে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পিতৃদত্ত সমস্ত অর্থ ও সেবক প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রভুর ক্ষেত্রলীলা দর্শণ করিয়া প্রেমানন্দে উদ্ভাসিত হইলেন। ষোড়শ বৎসর একান্তভাবে মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তরঙ্গ সেবা করেন। মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানে বিরহে ব্যাকুল হইয়া ব্রজধামে উপনীত হইলেন। অভিপ্রায় রূপসনাতনে দর্শন করিয়া ভৃগুপাদে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। কিন্তু রূপসনাতন তাহা করিতে দিলেন না। নানামতে প্রবোধ প্রদানে আপনজন করিয়া সমীপে রাখিলেন। রঘুনাথ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট দিন যুগলকিশোর প্রেমরসাস্বাদে অতিবাহিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষ, স্তবমালা, শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত, শিক্ষাপটল প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষের কতিপয় সংস্কৃত শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব ইতিহাসে উক্ত গ্রন্থটির গুরুত্ব অবর্ণনীয়। সন্ধ্যারতি পদাদি মাধ্যমে বাংলা ভাষায় তাঁহার সঙ্গীতরচনা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"রঘুনাথ দাস গোসাঁইর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়॥
শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥"

রামানন্দ রায়—শ্রীরামানন্দ রায় ক্ষেত্ররাজের আমত্য। ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের মধ্যে রামানন্দ অন্যতম। রামানন্দ ভবানন্দ রায়ের পুত্র। রামানন্দের পঞ্চ ভাই সকলেই গৌরাঙ্গ পার্ষদ ও রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী। গোদাবরীতীরে প্রভুর সহ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মিলন হয়। পরে ক্ষেত্রে আসিয়া গৌরাঙ্গসহ ব্রজমাধুর্য্য রস আস্বাদনে অতিবাহিত করেন। রাজা পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদানে গৌরাঙ্গ প্রেম সেবায় তাঁহাকে সহায় করিলেন। রাধাভাবে ভাবিত প্রভুকে কৃষ্ণকথা বর্ণনে সান্ত্বনা করাইতেন। নিজে নাটক রচিয়া দেবদাসীগণকে নৃত্যগীত ভাবমাধুর্য্যাদি শিক্ষাপ্রদানে জগন্নাথ সর্ম্মুখে প্রত্যহ কীর্ত্তন করাইতেন। সংস্কৃত ভাষায় "জগন্নাথবল্লভ" নাটক রচনা তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থে রায় রামানন্দকৃত পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে রায় রামানন্দকৃত পদ পাওয়া যায়। তথাহি—১৮২ পদং—

"রামানন্দ রায় কবি ভনিতং জনয়তি মুদমখিলেষু॥"

রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী—শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ও গৌরাঙ্গ-পার্ষদ। দাক্ষিণাত্যে বিপ্রকুলে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। প্রবল বৈরাগ্যপূর্ণ ভজননিষ্ঠায় তিনি সকল বৈষ্ণব-গণের অতীব প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভার ও প্রগাঢ় প্রেম নিষ্ঠার পরিচায়ক। উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র ভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব রত্ন।

রামনন্দ বসু—শ্রীরামানন্দ বসু গৌড়ীয় সঙ্গীতজগতের লেখক। কুলীন গ্রামে নিবাস। শ্রীকৃষ্ণবিজয় লেখক গুণরাজ খানের পৌত্র ও সত্যরাজ খানের পুত্র। ইঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গ পার্ষদ। তিনি মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথের পট্টডোরী যজমান হন। বসু রামানন্দের বহু পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ রহিয়াছে। সঙ্গীতজগতে বসু রামানন্দের অবদান কম নহে।

রামাই পণ্ডিত—শ্রীরামাই পণ্ডিত শ্রীবংশীবদনের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বংশীবদনই পুনঃ অপ্রাকৃত লীলার জন্য নিজ জ্যৈষ্ঠ পুত্রবধুর গর্ভে প্রকট হন। তিনিই রামাই পণ্ডিত নামে সর্ব্বত্র বিদিত। একদা জাহ্নবাদেবী চৈতন্যদাসের গৃহে আগমন করতঃ বহুত আশীষ করিয়া বলিলেন,

তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিলে আমায় অর্পণ ক'রবে, আমি নিজ পুত্রবৎ পালন করিব। ১৪৫৬ শকে ফাল্গুনী শুক্লা সপ্তমী তিথির শুভক্ষণে তাঁর জন্ম হয়। জাহ্নবা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যান। রামাইর কৈশোর বয়সে চৈতন্যদাসের আর এক পুত্র জন্মিলে জাহ্নবা রামাইকে লইয়া খড়দহে আসেন। বীরচন্দ্র সমস্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। রামাই জাহ্নবাস্নেহে পালিত হইয়া অশেষ গুণের অধিকারী হইলেন। জাহ্নবাদেবী কাম্যবনে গোপীনাথে অন্তর্দ্ধান হইলে রামাই বিরহে ব্যাকুল হইলেন। একদা প্রস্কন্দন তীর্থে রামকানাই বিগ্রহদ্বয় পাইয়া জাহ্নবা আদেশে গৌড়ে আসেন। অম্বিকার পশ্চিমে তুই ক্রোশ পরে সুরধুনীতীরে রামকানাই স্থাপন করেন। সেই স্থান বাঘ্নাপাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। কতদিনে ভ্রাতা শচীনন্দনে সেবা অর্পন করিয়া ১৫০৫ শকে মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়াতে রামাই পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান করেন। বাংলা ভাষায় অনঙ্গ-মঞ্জরীসম্পুটিকাদি বহু গ্রন্থ রামাই পণ্ডিত রচনা করেন। তথাহি বংশী শি

শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া পর্পণ। তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্যনন্দন॥
কড়চানঙ্গমঞ্জীসম্পুটিকা নাম। পাষণ্ডদলন আর অতি অনুপাম॥

ইহা ব্যতীত "চৈতন্যগণোদ্দেশ" নামক রামাই পণ্ডিতের নামে একখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তাহাতে গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্ব অবতার সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্ব অবতার নিরূপনের অমূল্য গ্রন্থ।

রাজবল্লভ—শ্রীরাজবল্লভ গৌরাঙ্গ পার্ষদ বংশীবদনের নাতি শচীনন্দনের পুত্র শচীনন্দনের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতের শিষ্য। তিনি পিতা সহ বাঘ্নাপাড়া আসিয়া বাস করেন ও গুরুদত্ত রামাকানাই সেবায় অধিকারী হন "শ্রীবংশীবিলাস" গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। যাহা পাঠ করিলে বংশীবদনের অত্যুজ্জ্বল মহিমারাশী সম্যক উপলব্ধি হয়। তাথাহি— বংশীশিক্ষা :—

"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস। বংশীর মহিমা যাহে বিস্তারপ্রকাশ॥"

রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী পণ্ডিত গদাধর শাখাভুক্ত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শিষ্য অনন্ত আচার্য্য, তাঁর শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস। হরিদাস পণ্ডিত বৃন্দাবনেশ্বর গোবিন্দজীর সেবাধিকারী ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় রচিত "সাধনদীপিকা" গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অমূল্য সম্পদ। দশম কক্ষায় উক্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। উক্তগ্রন্থে বৈষ্ণবইতিহাস ও ভজনের বহু তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

রামগোপাল দাস—শ্রীরামগোপাল দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্যাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য চক্রপাণি মজুমদারের পুত্র নিত্যানন্দ। তাঁর পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী, তাঁর পুত্র শ্যাম রায়। শ্যামরায়ের দুই পুত্র মদন রায় ও কনিষ্ঠ রামগোপাল দাস। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতা চন্দ্রাবলী পালন করেন॥ সেজন্য তাঁহার অধ্যয়ন হয় নাই। শেষে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করেন। গীতছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও অষ্টরসনিরূপণ, বৈষ্ণব ইতিহাসমূলক চৈতন্যতত্ত্ব সার, পাটপর্যটন, নরহরি শাখানির্ণয় প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে অমূল্য সম্পদ। ১৫৯৫ শকাব্দে বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্লী গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে দীপযাত্রাদিবস বুধবারে সম্পূর্ণ করেন এবং কেতুগ্রামে বসিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়া বৈদ্যখণ্ড গ্রামে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃতজ্ঞানহীন কতিপয় বৈষ্ণবের একান্ত উপরোধে তিনি অষ্টরস ব্যাখ্যাছলে রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গতত্ত্ব প্রচার করেন। ইহা রাগানুগাভক্তি রসাস্বাদী বৈষ্ণবগণের কণ্ঠ মণিহার। রসকল্পবল্লী দ্বাদশ কোরকে সম্পূর্ণ রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী ও অষ্টরস নিরূপণ গ্রন্থের ব্রজমাধুর্য্যরসের বিন্যাস, চৈতন্যতত্ত্বসারে গৌরাঙ্গ পার্ষদতত্ত্ব, পাটপর্য্যটন ও পাটনির্ণয়ে গৌরাঙ্গ পার্ষদ গণের আবির্ভাব ভূমিনিরূপণ এবং নরহরি শাখানির্ণয় গ্রন্থে নরহরি ও রঘুনন্দনের পার্ষদ ও তাঁহাদের মহিমারাশী বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে।

রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য। অষ্ট কবিরাজের অন্যতম, বৈষ্ণব সঙ্গীতে উহার অমূল্য অবদান তিনি গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। তেলিয়া বুধরি গ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব। তিনি দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক ও কবি ছিলেন। তাঁহার মাতামহের নাম দামোদর কবিরাজ। মাতার নাম সুনন্দাদেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বীয় ভবনের পশ্চিমে সরোবরতীরে সপার্ষদে উপবিষ্ট; রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া দোলা আরোহণে ফিরিতেছেন। ক্ষনকাল সরোবরের অপর পারে উপবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য তাঁহার কন্দর্পমোহন রূপ হেরিয়া বহু উপদেশ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণে রামচন্দ্রের দিব্যভাব উদ্দীপন হইল। তিনি গৃহে গিয়া সেই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করতঃ পদব্রজে হাঁটিয়া পঞ্চম দিবসে আচার্য্য সমীপে উপনীত হইলেন এবং আত্ম নিবেদন করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। তারপর আচার্য্য সমীপে গোস্বামীশাস্ত্র

অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। পাছে ঠাকুর নরোত্তমের সহিত মিলনে দোঁহার মধ্যে এক অপ্রাকৃত প্রেমের উদ্ভব হইল। তদ্‌বধি তিনি খেতুরিতে অবস্থান করিতেন। কেবল কার্ত্তিকী নিয়মে নরোত্তমসহ যাজিগ্রামে আসিতেন; নরোত্তম সঙ্গহীন হইয়া তিনি একমুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না। রামচন্দ্র অন্তর্দ্ধানে নরোত্তম যে কতদূর ব্যাথিত হইয়াছিলেন তাহা গীতছলে জগতকে জানাইয়াছেন। রামচন্দ্রের কবিত্ব গীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের অমূল্য সম্পদ। পদকল্পতরু গ্রন্থে রামচন্দ্র কবিরাজের বহু পদ পাওয়া যায়।

রূপ নারায়ণ শ্রীরূপনারায়ণ ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। তাঁহার প্রথম নাম রূপচন্দ্র ছিল, পরে রূপনারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীহট্টে ব্রহ্মপুত্রতীরে এগার সিন্দুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীলক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী। লক্ষ্মীনাথ লাহাড়ী শ্রীপদ্মগর্ভাচার্য্য সুত ও গৌরপ্রিয় স্বরূপ দামোদরের ভ্রাতা। মহাপ্রভুর বরে রূপচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্য দুঃসঙ্গে কারণে বিদ্যার্জ্জনে মতি না দেখিয়া পিতা বর্জ্জন করেন। তখন রূপচন্দ্র ক্ষুন্নমনে নবদ্বীপে আসিয়া ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া ক্ষেত্রে যান। তথায় রথাগ্রে গৌরাঙ্গে হেরিয়া মহারাষ্টে গমন করেন। মহারাষ্টে সর্ব্বশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত অর্জ্জন করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনে রূপসনাতন সমীপে বিজয়পত্র লইয়া শেষে শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে পরাভূত হইলেন। তারপর রূপসনাতন স্থানে দীক্ষা লইতে চলিলেন। তখন দৈববাণীতে বলিল, এখন হরিনাম গ্রহণ কর। পাছে নরোত্তম স্থান দীক্ষা গ্রহণ করিবে।" সনাতন স্থানে হরিনাম গ্রহণের পর সহসা নারায়ণ তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। তদবধি „রূপনারায়ণ" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। শ্রীজীব স্থানে গোস্বামী শাস্ত্র পড়িয়া নীলাচলে আসেন। পরে গৌড়ে অসিয়া রাজা নরসিংহের সভাপণ্ডিত হন। ঘটনাচক্রে নরোত্তমের দর্শন পাইয়া তাঁহার সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি নরোত্তম সঙ্গানন্দে বিভোর থাকেন। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে বীরভদ্রপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া 'গোস্বামী' খেয়াতি প্রদান করিয়াছিলেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে রূপনারায়ণ নামে পদ দৃষ্ট হয়।

রাধাবল্লভ—শ্রীরাধাবল্লভ বৈষ্ণব সঙ্গীতের লেখক। রাধাবল্লভরচিত বহু পদ ও গোস্বামীপাদগণের সূচকাদি দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীনিবাস নরোত্তম মহিমা-মূলক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহু দৃষ্ট হয়। রাধাবল্লভ শ্রীনিবাস নরোত্তমের সমসাময়িক কিংবা পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর

শিষ্য মণ্ডলগ্রামবাসী রাধাবল্লভ, ঠাকুরমহাশয়ের শিষ্য ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্তের পুত্র রাধাবল্লভ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যশিষ্য রাধাবল্লভ মণ্ডল, সুধাকর মণ্ডল পুত্র। এই রাধাবল্লভত্রয়ের মধ্যে প্রকৃত রচয়িতাকে ; তাহা বিচার্য্য।

রামদাস—শ্রীরামদাস ঠাকুর অভিরাম গোপালের শিষ্য। তিনি বাংলা ভাষায় অভিরামের লীলাকাহিনী বর্ণনা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ পাইয়া "শ্রীঅভিরামলীলামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন উক্ত গ্রন্থে অভিরামের অত্যদ্ভুত লীলা কাহিনী বিষদভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে উক্ত গ্রন্থখানি অমূল্য সম্পদ।

রসিকানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্যামানন্দের উৎকলে প্রেমপ্রচারকার্য্যে রসিকানন্দ দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্ররূপে রাউনি নগরে ১৫১২ শকে শুক্লা প্রতিপদ রবিবারে আবির্ভূত হন। গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া যখন শ্যামানন্দ গৌড়ে আসেন, সেসময় উৎকলে প্রেমপ্রচারে গমন করতঃ প্রথমে রসিকানন্দকে শিষ্য করেন। রসিকানন্দের গুরুভক্তি ও প্রেমনিষ্ঠা সর্ব্বজন বিদিত। শ্রীগোপীবল্লভপুরের সেবা রসিকানন্দকে প্রদান করেন। বাষট্টি বৎসর বয়সে রসিকানন্দ অন্তর্দ্ধান করেন। "শ্যামানন্দশতক" নামক গ্রন্থ রসিকানন্দ বর্ণন করেন। উক্ত গ্রন্থপাঠে শ্যামানন্দ প্রভুর মহিমা সম্যক উপলব্ধি হয়। শ্যামানন্দ প্রভুর সূচকও রসিকানন্দ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় "শ্যামানন্দশতক" গ্রন্থ বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। পদকল্পতরু গ্রন্থে রসিকানন্দ নামে কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়।

রতিপতি ঠাকুর—শ্রীরতিপতি ঠাকুর শ্রীখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর ও শ্রীরামগোপাল দাসের গুরুদেব। শ্রীখণ্ডনিবাসী নারায়ণ দাসের পুত্র মুকুন্দ ও নরহরি। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন। তাঁর পুত্র বংশী ও মদন। মদনের পুত্র শ্রীরতিপতি ঠাকুর। বৈষ্ণবপদাবলীতে তাঁহার অবদান রহিয়াছে। শ্রীরাম-গোপাল দাসকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী গ্রন্থে শ্রীরতিপতি ঠাকুরের পদ উল্লেখ রহিয়াছে। আতোহাটে গঙ্গাসমীপে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে রতিপতি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান হন।

রাধামোহন ঠাকুর—শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর।

তিনি বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণের পদ সংগ্রহ করিয়া "পদামৃতসমুদ্র" নামক এক বৈষ্ণব পদাবলী শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের বহু পদ দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতে রাধামোহন ঠাকুরের অবদান কম নহে। শ্রীনিবাস আচার্য্য পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ প্রভু। তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ তাঁর পুত্র জগদানন্দ। জগদানন্দ পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। প্রকাশিত "পদামৃতসমুদ্র" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বর্ণন এইরূপ। যথা—

"বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং। গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎ কৃপাশয়া॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীল কৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিং। প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেহহং করুণার্ণবঃ॥
আচার্য্য প্রভুবংশাংশাংশ্চ বন্দতে তৎ কুলোদ্ভবঃ।
কোঽপি তুষ্টঃ পরিবারাংস্তদেক গতমানসান॥"

লোচনদাস ঠাকুর—শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য। বৈদ্যকুলে কো-গ্রামে আবির্ভাব। পিতা কমলাকর দাস। মাতা সদানন্দী; মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত; মাতামহী অভয় দাসী। একই গ্রামে মাতামহ নিবাস। দুই বংশে একই সন্তান হওয়ায় সকলেরই আদুরে হইয়া বাল্যে বিশেষ বিদ্যার্জ্জনে মতি ছিল না। তাহা দেখিয়া মাতামহ বহুত্ব শাসন করিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষা করান। পরে নরহরি ঠাকুরের পদাম্বুজে স্মরণ লইয়া গৌরাঙ্গের প্রেমলীলারসে মগ্ন হইলেন। গীতছলে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" রচনা করিয়া জগতে গৌরলীলাকীর্ত্তনের পথ প্রশস্ত করিলেন। মুরারীগুপ্তের শ্লোকছন্দে "গৌরাঙ্গচরিত" বর্ণন দেখিয়া প্রবন্ধে গৌরাঙ্গচরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও লোচনদাসের ধামালী সর্ব্বজন সমাদৃত। উক্ত গ্রন্থদ্বয় বাংলা ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসঙ্গীত জগতে গৌরাঙ্গ লীল কীর্ত্তনের অমূল্য সম্পদ। দুর্ল্লভসার প্রভৃতি গ্রন্থও ঠাকুর লোচন দাসের রচনা।

লোকানন্দ আচার্য্য—শ্রীলোকনাথ আচার্য্য শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের শিষ্য। ইনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। একদা নীলাচলে প্রভু সমীপে গিয়া বলিলেন, "যে আমায় শাস্ত্রচর্চ্চায় পরাজিত করিতে পারিবে আমি তাহার পদাশ্রয় করিব।" নীলাচলে নরহরি ঠাকুর গমন করিলে লোকানন্দ তাঁহার সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় পরাজিত হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। 'ভক্তিসারসমুচ্চয়' রচনা তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তি। তথাহি—শ্রীনরহরি শাখানির্ণয়ে—

"ভক্তিসারসমুচ্চয় গ্রন্থ যাঁহার। গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্তপুরাণে ব্যাখ্যা তাঁর ॥

লোকনাথ দাস—শ্রীলোকনাথ দাস "শ্রীসীতাচরিত্র" গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতা ঠাকুরাণীর মহিমা তৎসঙ্গে নন্দিনী, জঙ্গলী, অচ্যুতানন্দ ও ঈশান দাস প্রভৃতি পার্ষদগণের মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু লোকনাথের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় না। অনেকে অদ্বৈত শিষ্য পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র লোকনাথ প্রভু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা বিচার্য্য বিষয়।

শচীনন্দন—শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ পার্ষদ বংশীবদনের নাতি ও চৈতন্যদাসের পুত্র। রামাই পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামাইর কৈশোর বয়সকালে শচীনন্দনের জন্ম হয়। রামাই বাঘ্নাপাড়ায় রাম কানাই সেবা স্থাপন করিয়া ভ্রাতা শচীনন্দনকে তথায় আনয়ন করেন এবং সেবা সমর্পন করেন। শচী "গৌরাঙ্গবিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ বাক্য বর্ণিত রহিয়াছে।

যথা—তথাহি—বংশীশিক্ষা—

"শ্রীরাজবল্লভ কৈলা বংশীবিলাস। বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকাশ ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভলীলা বিরচিল। শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল ॥
তিন পুত্রকৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া। গৌরাঙ্গ বিজয় শচীবর্ণে হৃষ্ট হয়া ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে শচীনন্দন নামে কতিপয় পদ দৃষ্ট হয়।

শেখর রায়—শ্রীশেখর রায় শ্রীখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দন প্রভুর শিষ্য। বাংলা ভাষায় বহু পদ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

তথাহি—রঘুনন্দন শাখানির্ণয়েঃ—

"আর এক শাখা হয় কবি শেখর রায়। যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায় ॥"

"অষ্টকালীন দণ্ডাত্মিকা" নামক গ্রন্থে সঙ্গীতছলে অষ্টকালীন লীলা বর্ণনা করেন।

শ্যামানন্দ প্রভু—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকাশরূপে অবনীতে প্রকট হন। উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে সদ্গোপকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। মাতার নাম দুরিকা। তাঁহার বাল্যনাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। নব্য যৌবনে গৃহত্যাগ করতঃ কালনায় শ্রীগৌরীদাস ভবনে উপনীত হন। গৌরীদাস শিষ্য হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ কতককাল তাঁহার সেবা করেন। পরে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীজীব গোস্বামী

স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নিকুঞ্জবনে শ্রীমতীর শ্রীচরণে নুপুর প্রাপ্ত হইয়া শ্যামনন্দ নাম প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস নরোত্তমসহ গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড় দেশে আসেন। তারপর উৎকলে গিয়া গৌরাঙ্গের শুদ্ধ প্রেম আচণ্ডালে বিতরন করেন। ১৫৫২ শকে আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্যামনন্দ প্রভু অপ্রকট হন। শ্যামানন্দ প্রভুরচিত কিছু কিছু পদ দেখা যায়। পদকল্পতরু গ্রন্থে যুগলকিশোরের মঙ্গলারতি বিষয়ক একটি পদ রহিয়াছে।

শ্যামদাসাচার্য্য—শ্রীশ্যামদাসচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্যামদাদ রাঢ় দেশনিবাসী। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে বিদ্যার্থী হইয়া কাশীধামে শিব আরাধনা করেন। শিব তাঁর সাধনে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন "সরস্বতী সর্ব্বদা তোমার জিহ্বায় বিরাজ করিবেন।" তারপর শ্যামদাস বিজয় করিতে করিতে শান্তিপুর আগমন করেন এবং অদ্বৈত স্থানে পরাভূত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই কালে আচার্য্যর এক অষ্টক রচনা করিয়া স্তব করেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্যামদাসকৃত অষ্টক অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। পদকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহীমা মূলক পদের ভনিতায় শ্যামদাস নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শ্যামদাসাচার্য্যর রচিত পদ হইতে পারে। তথাহি—২৩০২ পদ

"ঐছন পরম দয়াময় পহু মোর সীতাপতি আচার্য্য।
কহ শ্যামদাস আশ পদপঙ্কজ অনুক্ষণ হউ শিরোধার্য্য॥"

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমদনগোপালদেবের সেবক ছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লীগ্রন্থে শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে পদ দৃষ্ট হয় এবং শিবানন্দে নামেও বহু পদ বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

সনাতন গোস্বামী—শ্রীসনাতন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রাচার্য্যগণের অন্যতম গৌরাঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর মধ্যে একজন। ইনি গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের মন্ত্রী। তাঁহার নবাবদত্ত সাকর মল্লীক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নাম সনাতন রাখেন। তিনি কর্ণাটকে অধিপতি সর্ব্বজ্ঞর বংশধর কুমারদেবের পুত্র। কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে নিবাস করেন। তথায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গুণে নবাব আকর্ষন করিলে রামকেলিতে বাস করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীবল্লভ তাঁহার ভ্রাতা মহাপ্রভুর প্রকাশে ভ্রাতাত্রয়ের বৈরাগ্যের উদয় হইল মধ্যে মধ্যে গোপনে দৈন্য

পত্রী পাঠাইতে লাগিলেন। বৃন্দাবন যাত্রাছলে প্রভু রামকেলিতে আসিলে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনআর্ত্তি নিবেদন করেন। তারপর অসুখের ভান করতঃ রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নবাব তাঁহাকে কোনক্রমে ছাড়িবেন না; শেষে কারাবদ্ধ করিলেন। সনাতন কারাগার হইতে বাহির হইয়া কাশীতে উপনীত হন। তথায় চন্দ্রশেখর ভবনে গৌরাঙ্গের দর্শন পান। প্রভু পরম সমাদরে সমীপে রাখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতত্ত্ব জানাইলেন এবং বৈষ্ণবস্মৃতি লিখনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি শাস্ত্র প্রচারে জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রভু সনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রজে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "যখন লিখিবে তখন কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সকলি স্ফুর্ত্তি করাইবে।" ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি সনাতন ব্রজে গমন করিলেন। শ্রীরূপাদি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের মিলনে অত্যদ্ভুত প্রেমসুখে নিমগ্ন হইলেন। সনাতন প্রভুর আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রভুত শাস্ত্র প্রণয়নে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের পথ পদর্শন করিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন সেবা তাঁহার প্রেমমহিমার পূর্ণতর নিদর্শন। যাঁর প্রেমাধীন হইয়া মথুরার চৌবেনীর ঘর হইতে শ্রীমদনমোহন আসিয়াছিলেন এবং লবণের জাহাজ বদ্ধ করিয়া শ্রীমন্দির ও সেবার বিধান করিয়াছিলেন সেই সনাতন গোস্বামীর মহিমা ও অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের পরম উৎকর্ষ। তাঁহারই করুণায় বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সুসিদ্ধান্ত জগত জানিতে পারিয়াছে। টীকাসহ ভাগবতামৃত, শ্রীহরিভক্তি বিলাস টীকা, দিক-প্রদর্শনী দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

স্বরূপ দামোদর—শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সার্দ্ধ তিনি বৈষ্ণব মধ্যে স্বরূপ একজন। যিনি রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গদেবকে ভাব উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্তনা করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। তিনি গৌরাঙ্গের নদীয়ালীলায় সঙ্গী হইয়া সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করেন ও সন্ন্যাস অবলম্বনে ক্ষেত্রবাস করিয়া ক্ষেত্রলীলাও প্রত্যক্ষ করেন। এককথায় প্রভুর ছয় বৎসর গমনাগমন বাদে অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট লীলায় সর্ব্বক্ষণ অঙ্গসঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া লীলার সহায় করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য। ব্রহ্মপুত্রতীরে শ্রীহট্টে ভিটাদিয়া গ্রামে তাঁহার বাস। তিনি নবদ্বীপে অধ্যয়নে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন।

তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্ত্তীকালে স্বরূপ দামোদর নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি বিরহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণে স্বরূপদামোদর নাম ধারন করেন। যোগপট্ট গ্রহণ না করায় স্বরূপ নামে খ্যাত হন। দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া প্রভু ক্ষেত্রে আসিলে স্বরূপ গিয়া মিলিত হইলেন। তদবধি ক্ষেত্রবাস করিয়া গৌর প্রেমাস্বাদে প্রমত্ত রহিলেন। তিনি প্রভুর ক্ষেত্রলীলাকে কড়চাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই "স্বরূপের করচা" নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত করচার নাম ও শ্লোক দৃষ্ট হয়। চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় স্বরূপের করচা বিশেষ অবলম্বন ছিল। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় করচা রচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীধাম নবদ্বীপনিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা। তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্যগুণে "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" নামে জগতে প্রসিদ্ধ হন। কোন এক সময় যবনগণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাঁহারা নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। পিতা মহেশ্বর বিশারদ কাশীবাস করেন। বাচস্পতি গৌড়ে অবস্থান করেন আর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র আকর্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। তদবধি ক্ষেত্রবাস করিতে লাগিলেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বড় বড় সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষা দিতেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলে প্রথমে তাঁহার সহিত মিলন হয় ও তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া লীলার প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বেদান্ত শ্রবণ উপলক্ষ্যে শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডন করেন এবং তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভক্তিপথে আনয়ন করেন। সে সময় হইতে সার্ব্বভৌম গৌর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম ভাগবতরূপে গৌরাঙ্গসণে বিচরণ করিয়াছেন। প্রভু তাঁহার বিদ্যাগর্ব্বখণ্ডনকালে যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, সেসময় ক্ষণমধ্যে সংস্কৃত ভাষায় শত শ্লোক রচনা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর স্তব করেন। তাহা "শ্রীচৈতন্যশতক" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত গ্রন্থ সার্ব্বভৌমের গৌর-সত্ত্বা উপলব্ধির পরিচায়ক ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরদেবের অত্যদ্ভুত মহিমার পূর্ণ নিদর্শন।

হরিচরন দাস—শ্রীহরিচরণ দাস বাংলা সাহিত্যের লেখক, শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থ রচনা তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনী লেখক

গণের মধ্যে অন্যতম। উক্ত গ্রন্থপাঠে অদ্বৈত আচার্য্যের অলৌকিক লীলামাধুর্য্য বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা ছাড়া হরিচরণ দাসের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্বিজ হরিদাস — শ্রীদ্বিজ হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ ও গায়ক। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। কাঞ্চন গড়িয়াতে নিবাস। প্রভুর সমীপে ক্ষেত্রে বাস করেন। প্রভুর অদর্শনে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলে প্রভু স্বপ্নাদেশে সান্ত্বনা করিলেন এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা বলিয়া নিজ পুত্রদ্বয়ে আচার্য্য সমীপে দীক্ষা লইতে বলিলেন। তারপর ব্রজে গমন করিয়া রূপসনাতন অন্তর্দ্ধানে ব্যথিত হইলেন। তথা শ্রীনিবাস আচার্য্যসহ মিলনে পুত্রদ্বয়ে দীক্ষা অর্পনের কথা বলিলেন। কতদিন ব্রজে অবস্থানের পর মাঘ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে সঙ্গোপন হইলেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি সঙ্গীতগ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস নামে বহু পদ দেখা যায়।

— সমাপ্ত —

দুই শতাধিক বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণের বিশেষ
পরিচিতি মূলক গ্রন্থ—

পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় পদাবলী সাহিত্য। যে সকল পদাবলী সাহিত্য নিয়ে পঞ্চশত বর্ষকাল ধরে সংকলন পদ রচনা, লীলা-কীর্ত্তন ও গবেষণা সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদাবলী রচয়িতা গণের (প্রায় দুইশত) জীবনী সন্নিবেশিত রহিয়াছে।
ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীঃ

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (পাঁচ টাকা)। ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (সাত টাকা)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (দশ টাকা)। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন (কুড়ি টাকা)। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা, (৪, ৫, ৬, ৭ খণ্ড) ষাট টাকা, (৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ৬। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—১ম খণ্ড (পনের টাকা)। ২য় খণ্ড (পাঁচ টাকা) ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম (পাঁচ টাকা)। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত (দশ টাকা)। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (বার টাকা)। ১০। সীতাদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ (চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ত্রিশ টাকা) ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ (চার টাকা)। ১৪। সাধক স্মরণ (পাঁচ টাকা)। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (দশ টাকা)। ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা। ১৭। অভিরাম লীলা রহস্য (সাত টাকা)। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি (দুই টাকা পঞ্চাশ টাকা)। ১৯। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (পাঁচ টাকা)। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ (ছয় টাকা)। ২১। শুভাগমণী স্মরণিকা (এক টাকা)। ২২। অনুরাগবল্লী (সাত টাকা)। ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (পাঁচ টাকা)। ২৪। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ২৫। শ্যামানন্দ প্রকাশ (দশ টাকা)। ২৬। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারহস্য (আশী টাকা)। ২৭। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (পাঁচ টাকা)। ২৮। শ্রীশ্রীনিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (বারো টাকা)। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (সাত টাকা)। ৩০। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ— ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—(কুড়ি টাকা)। ২য় খণ্ড (গৌর-লীলা, নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী) ষাট টাকা। ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ৩১। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা (কুড়ি টাকা) (প্রাচীন গ্রন্থ

সমন্বয়ে)। ৩২। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (পাঁচ টাকা)। ৩৩। জগদীশ চরিত্র বিজয় (পঁচিশ টাকা)। ৩৪। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পাঁচ টাকা। ৩৫। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা (ইংরাজী)—সাত টাকা। ৩৬। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা। ৩৭। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া—চল্লিশ টাকা। ৩৮। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্যদ—ত্রিশ টাকা। ৩৯। মনঃশিক্ষা—দশ টাকা। ৪০। রসিক মঙ্গল—(প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর লীলা কাহিনী) — যন্ত্রস্থ।

গ্রন্থকার